ঊনত্রিংশতি অধ্যায়

রাস নৃত্যের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের মিলন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে রাসনৃত্য উপভোগের উদ্দেশ্যে গোপীদের সঙ্গে বাদানুবাদে রত হয়েছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর রাসলীলার সূচনা এবং গোপীদের মধ্য হতে ভগবানের অন্তর্ধানলীলার বর্ণনা রয়েছে।

গোপীদের বস্ত্রহরণকালে তাঁদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে, তাঁর যোগমায়া শক্তি প্রভাবে নিজের মধ্যে এক শরৎকালীন রাত্রিতে লীলা উপভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর বেণু বাদন শুরু করলেন। গোপীরা যখন সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করলেন, তখন তাঁদের মধ্যে প্রবলভাবে কাম উদ্দীপনা জাগ্রত হল আর তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাঁদের সকল গৃহস্থালী কর্তব্য পরিত্যাগ করে অপ্রতিহত গতিতে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেন। গোপীরা সকলেই ছিলেন বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত দেহসম্পন্না, কিন্তু কোন কোন গোপীর স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যখন তাঁদের গমনে বাধা-দান করলেন, তখন কৃষ্ণের আয়োজনে তাঁরা তাৎকালিক জাগতিক দেহরূপ প্রাপ্ত হয়ে সেই দেহটিকে পতিদের পাশে রেখে গেলেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের আত্মীয়বর্গকে বঞ্চনা করে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য গমন করলেন।

গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কেন এসেছ? হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ এই বনে এত রাত্রিতে তোমাদের ভ্রমণ করা উচিত নয়। তোমাদের স্বামী ও সন্তানেরা শীঘ্রই তোমাদের খোঁজে এসে, তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার তোমাদের গৃহস্থালী কর্তব্যে নিযুক্ত করবে। যাই হোক, নারীদের প্রধান কর্তব্যই স্বামী ও সন্তানদের সেবা। কোনও সম্ভ্রান্ত নারীর পক্ষে উপপতির সঙ্গ করা নিন্দনীয় ও স্বর্গপ্রাপ্তির উন্নতি সাধনে নিশ্চিতভাবে বিঘ্নকারক। অধিকন্তু, দৈহিক সান্নিধ্য দ্বারা নয়, আমার কথা শ্রবণ, মন্দিরে আমার বিগ্রহ দর্শন, আমাতে মনোনিবেশ ও আমার মহিমা কীর্তনের মাধ্যমেই কেবল মানুষ আমার প্রতি শুদ্ধ প্রেমে উন্নত হতে পারে। তাই তোমাদের পক্ষে গৃহে ফিরে যাওয়াই উচিত।"

একথা শ্রবণ করে গোপীরা বিমর্ষ হলেন এবং অল্পক্ষণ রোদন করে তাঁরা ঈষৎ ক্রোধের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "তোমার সেবা অভিলাষে যারা তাদের জীবনের

সবকিছু পরিত্যাগ করেছে, সেই সমস্ত যুবতীদের প্রত্যাখ্যান করা তোমার খুবই অন্যায়। আমাদের স্বামী, সন্তানদের সেবা করে আমরা শুধু যন্ত্রণাই লাভ করি কিন্তু তোমার সেবা করে, হে সর্বজীবের প্রিয়তম, যথাযথভাবে আমাদের আত্ম-ধর্মের সিদ্ধি লাভ হবে। তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্র এবং তোমার ত্রিলোক-মোহনরূপ দর্শন করে কোন্ নারীই বা তার নির্দিষ্ট কর্তব্যাদি থেকে বিচ্যুত না হবে? যেভাবে পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু দেবতাদের রক্ষা করেন, তেমনি তুমিও বৃন্দাবনবাসীদের দুঃখের বিনাশ কর। তাই তোমার উচিত এখনই আমাদের তোমার বিরহজনিত সন্তাপের উপশম করা।"

নিত্য-তৃপ্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে গোপীদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাঁদের সঙ্গে বিবিধ লীলা বিহার করলেন। কিন্তু যখন তাঁদের প্রতি কৃষ্ণের মনোযোগ গোপীদের কিঞ্চিৎ গর্বিত করে তুলল, সেই গর্ব অপনোদনের জন্য কৃষ্ণ সহসা রাসস্থলী থেকে অন্তর্হিত হলেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণি উবাচ

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী, শ্রীল বদরায়ণ বেদব্যাসের পুত্র, বললেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **অপি**—যদিও; **তা**—সেই; **রাত্রিঃ**—রজনী; **শারদ**—শরৎকালীন; **উৎফুল্ল**—প্রস্ফুটিত; **মল্লিকাঃ**—মল্লিকা ফুল; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **রন্তুম্**—প্রেম উপভোগের জন্য; **মনঃ চক্রে**—তাঁর মনস্থির করলেন; **যোগমায়া**—অঘটনকে সম্ভবকারী তাঁর অপ্রাকৃত শক্তি; **উপাশ্রিতঃ**—আশ্রয় করে।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রস্ফুটিত মল্লিকা কুসুমরাশি সুরভিত সেই শরৎকালীন রজনী অবলোকন করে তাঁর যোগমায়া শক্তির প্রভাবে তাঁর প্রেমময় লীলা উপভোগের অভিলাষ করলেন।

তাৎপর্য

সুন্দরী যুবতীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় নৃত্য অর্থাৎ রাস নৃত্যের বিবরণের প্রারম্ভে, শরৎকালীন পূর্ণিমার মধ্য রাত্রিতে বহু যুবতীর সঙ্গে ভগবানের প্রণয়-নৃত্যের ঔচিত্য বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনে অনিবার্যভাবেই প্রশ্নের উদয় হবে। তাঁর

'লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থে রাস নৃত্যের বর্ণনায় শ্রীল প্রভুপাদ যত্নসহকারে এই সকল চিন্ময় কার্যাবলীর অপ্রাকৃত শুদ্ধতা বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কৃষ্ণ-তত্ত্বে অগ্রগণ্য মহান আচার্যগণ এই বিষয়ে নিঃসন্দিহান যে, প্রকৃতপক্ষে যা অসম্পূর্ণতার অনুভব মাত্র, সেই জড় বাসনা থেকে শ্রীকৃষ্ণ সর্বতোভাবে মুক্ত কারণ তিনি স্বয়ং পূর্ণ ও আত্মতৃপ্ত।

জড়বাদী ব্যক্তিরা ও নির্বিশেষবাদী দার্শনিকরা অনমনীয় মনোভাব নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় প্রকৃতির যথার্থ ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে। পরম পুরুষের পরম প্রণয়লীলা সম্পাদনের যে সামর্থ্য, তার সৌন্দর্যময় বাস্তবতা অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই। আমাদের তথাকথিত প্রণয় সেই পরম প্রণয়ের ছায়া বা বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। জড় কার্যকলাপ ভগবানের দ্বারা সম্পাদিত পূর্ণ চিন্ময় কার্যকলাপের প্রতিফলন হতে পারে না—এই ধরনের অযৌক্তিক জেদ, শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবতার বিরোধীদেরই কল্পনাশক্তিহীন ভাবপ্রবণতাই প্রকট করে। অভক্তদের এই মনোবৃত্তি যা পরম পুরুষের অস্তিত্বকেই প্রবলভাবে অস্বীকার করতে তাদের প্ররোচিত করে, তা দুর্ভাগ্যবশত যেন সুস্পষ্টভাবেই এমন এক মনোভাবে পর্যবসিত হয়, যাকে ঈর্ষা বলেই বর্ণনা করা যেতে পারে, যেহেতু নির্বিশেষবাদী সমালোচকদের মধ্যে বিপুল অংশ পরমাগ্রহে তাদের নিজেদের যে সব প্রেম-প্রণয়ঘটিত বিষয়ে অগ্রসর হয়, সেগুলিকে সম্পূর্ণ বাস্তব আর 'দিব্যভাবসম্পন্ন' বলে মনে করে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যথার্থ পরম প্রেমিক। পরম-ব্রহ্মকে সমস্ত কিছুর উৎস বলে ঘোষণা করে *বেদান্ত সূত্র* শুরু হয়েছে এবং পাশ্চাত্যের দর্শনশাস্ত্রও জন্মগ্রহণ করেছিল দৃশ্যমান জাগতিক অস্তিত্বের নেপথ্যের আদি পুরুষকে জানবার, কিছুটা উদ্ভট প্রচেষ্টার মাধ্যমে। মানুষের অস্তিত্বের অত্যন্ত গভীর ও আকাঙ্ক্ষিত একটি বিষয় এই প্রণয়ের সঙ্গে পরম বাস্তবসত্তার কোনই সম্পর্ক নেই।

পরম, আদি স্তরে যে প্রেম বিরাজ করে, প্রকৃতপক্ষে সেই একই দিব্য বাস্তবতার প্রতিফলনরূপে মানুষ প্রণয়কে প্রাপ্ত হয়। এখানে তাই পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন শরৎকালীন প্রণয়ভাবময় পরিবেশ উপভোগ করতে আকাঙ্ক্ষা করলেন, তখন "তিনি তাঁর চিন্ময় শক্তিকে আশ্রয় করলেন" (*যোগমায়াম্ উপাশ্রিতঃ*)। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় ঘটনাবলীর এই চিন্ময় স্বভাবই *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই বিভাগের মূল বিষয়।

নারী তার সুন্দর কণ্ঠস্বর, তার সৌন্দর্য ও সৌম্যতা, তার মনোরম সৌরভ ও সুকোমলতা, এমনকি তার চতুরতা আর সঙ্গীত ও নৃত্যের দক্ষতার জন্য আকর্ষণীয়া হয়ে ওঠে। সকল রমণীগণের মধ্যে বৃন্দাবনের গোপীগণ পরম আকর্ষণীয়া এবং

তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি। কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উজ্জ্বল স্ত্রীগুণাবলীসমূহ উপভোগ করেছেন, এই অধ্যায় তা বর্ণনা করছে, যদিও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, এই ঘটনা যখন ঘটেছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল মাত্র আট বছর।

সাধারণ মানুষ চায়, ভগবান কেবল তাদের প্রণয় ঘটনাবলীর সাক্ষী হয়ে থাকুন। যখন একটি ছেলে একটি মেয়েকে আকাঙ্ক্ষা করে এবং একটি মেয়ে একটি ছেলেকে আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তারা কখনও কখনও ভগবানের কাছে আনন্দ উপভোগের প্রার্থনা করে। এই ধরনের মানুষেরা যখন জানতে পারে যে, ভগবানও তাঁর চিন্ময় ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে নিজ প্রণয় ঘটনাবলীকে উপভোগ করতে পারেন, তখন তারা মর্মাহত হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণই আদি কামদেব এবং তাঁর উদ্দীপনাময় প্রণয়-লীলা *ভাগবতের* এই বিভাগে বর্ণিত হবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন মনে হয় যেন তাঁর চিন্ময় দেহ জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর বিভিন্ন লীলা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত হচ্ছেন। যুবক-যুবতীর পরম প্রণয়-লীলার প্রদর্শন না করে ভগবান কখনই তাঁর কৈশোরাবস্থা অতিবাহিত করতে দিতেন না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাই শ্রীল রূপ গোস্বামীর উদ্ধৃতি প্রদান করছেন—*"কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ"*। অর্থাৎ "বৃন্দাবন অরণ্যের কুঞ্জ মধ্যে প্রেমময় লীলার আয়োজন করে ভগবান হরি তাঁর কৈশোরাবস্থা পূর্ণ করেন।"

শ্লোক ২

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং
প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ ।
স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ ॥ ২ ॥

তদা—সেই সময়; **উড়ু-রাজঃ**—নক্ষত্ররাজ, চন্দ্র; **ককুভঃ**—দিগন্তে; **করৈঃ**—তার "হস্ত' (কিরণ) দ্বারা; **মুখম্**—মুখমণ্ডল; **প্রাচ্যাঃ**—পশ্চিম; **বিলিম্পন্**—লেপন করতে করতে; **অরুণেন**—অরুণ বর্ণে; **শম্-তমৈঃ**—পরম সুখদায়ক তাঁর কিরণ; **সঃ**—তিনি; **চর্ষণীনাম্**—দর্শকগণের; **উদগাৎ**—উদিত; **শুচঃ**—সন্তাপ; **মৃজন্**—হরণ করতে করতে; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়তম পতি; **প্রিয়ায়াঃ**—তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর; **ইব**—মতো; **দীর্ঘ**—দীর্ঘকাল পরে; **দর্শনঃ**—পুনরায় দর্শিত।

অনুবাদ

দীর্ঘকাল পরে তার প্রিয়তমা পত্নীকে দর্শন করে প্রিয়তম পতি যেমন স্বহস্তে তার মুখমণ্ডল কুঙ্কুমে রঞ্জিত করে, চন্দ্রও তেমনি তার সুখদায়ক অরুণবর্ণের কিরণ দ্বারা পূর্বদিগন্তের মুখমণ্ডল লেপন করতে করতে ও তার উদয় দর্শনকারীগণের সন্তাপ হরণ করতে করতে উদিত হলেন।

তাৎপর্য

তরুণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে নিযুক্ত করলে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রণয়োপযোগী এক উদ্দীপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি করলেন।

শ্লোক ৩

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্ ।
বনং চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্ ॥ ৩ ॥

দৃষ্ট্বা—নিরীক্ষণ করে; **কুমুৎ-বন্তম্**—কুমুদ বিকাশশীল; **অখণ্ড**—অখণ্ড; **মণ্ডলম্**—মণ্ডল; **রমা**—লক্ষ্মীদেবীর; **আনন**—বদনকমল; **আভম্**—সদৃশ; **নব**—নতুন; **কুঙ্কুম**—কুঙ্কুম; **অরুণম্**—অরুণবর্ণ; **বনম্**—বনভূমি; **চ**—এবং; **তৎ**—সেই চন্দ্রের; **কোমল**—কোমল; **গোভিঃ**—কিরণ দ্বারা; **রঞ্জিতম্**—রঞ্জিত; **জগৌ**—তিনি বেণু-গীত শুরু করলেন; **কলম্**—মধুর; **বাম-দৃশাম্**—সুন্দর নয়না গোপাঙ্গনাগণের; **মনঃ হরম্**—মনোহর।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবীন কুঙ্কুমের ন্যায় অরুণবর্ণ, লক্ষ্মীদেবীর বদনকমল সদৃশ, কুমুদবিকাশশীল, অখণ্ডমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র ও তার স্নিগ্ধ কিরণে রঞ্জিত বনভূমি নিরীক্ষণ করে সুন্দরনয়না গোপীগণের মনোহর ও মধুর বেণুগীত বাদন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের *জগৌ* শব্দটির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বংশী-গীতকে নির্দেশ করা হয় এবং শ্লোক ৪০এর *ক স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তঃ-বেণু-গীত* বাক্যে সে কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। *রমা* শব্দে বিষ্ণু পত্নী লক্ষ্মীদেবীকেই নয়, পরম সৌভাগ্যদেবী শ্রীমতী রাধারাণীকেও ইঙ্গিত করা হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং রাসনৃত্য মধ্যে ভগবানের প্রবেশ করার প্রস্তুতিতে চন্দ্রের এক সুস্পষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

শ্লোক ৪

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥ ৪ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **গীতম্**—গীত; **তৎ**—সেই; **অনঙ্গ**—কাম; **বর্ধনম্**—বর্ধক; **ব্রজ-স্ত্রিয়ঃ**—ব্রজনারীগণ; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণের দ্বারা; **গৃহীতা**—আসক্ত; **মানসাঃ**—চিত্তা; **আজগ্মুঃ**—তাঁরা গমন করলেন; **অন্যোন্যম্**—পরস্পরকে; **অলক্ষিত**—লক্ষ্য না করে; **উদ্যমাঃ**—নিজ উদ্যম; **সঃ**—তিনি; **যত্র**—যেখানে; **কান্তঃ**—তাদের প্রিয়তম; **জব**—বেগে গমনকালে; **লোল**—দুলছিল; **কুণ্ডলাঃ**—তাঁদের কর্ণকুণ্ডল।

অনুবাদ

কৃষ্ণের সেই প্রণয় উদ্দীপক বংশী-গীত শ্রবণ করে, কৃষ্ণ-বিমুগ্ধচিত্তা বৃন্দাবনের গোপীগণ পরস্পরের অগোচরে, যেখানে তাঁদের প্রিয়তম অপেক্ষারত সেখানে গমন করলেন। দ্রুত গমন করায় তাদের কর্ণ-কুণ্ডল দুলতে লাগল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ যে প্রণয়ভাবে রয়েছেন সেই সত্য যাতে প্রতিপক্ষের কাছে প্রচার না হয় সেই আশায় স্পষ্টত গোপীগণ একে অপরকে এড়িয়ে প্রত্যেকে গোপনে গমন করেছিলেন। অবস্থাটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নরূপ কাব্যিকভাবে বর্ণনা করছেন—

"বৃন্দাবনে বেণু বাদন করে কৃষ্ণ মহা-চৌর্য-কর্ম প্ররোচিত করতেন। তাঁর বংশী গীত গোপীগণের কানের ভিতর দিয়ে তাদের হৃদয়ের মর্মস্থলে প্রবেশ করত। সেই অপূর্ব সঙ্গীত তাঁদের হৃদয় সহ ধৈর্য, লজ্জা, ভয়, বিবেকরূপ মহা ধনসমূহকে অপহরণ করেছিল—এবং নিমেষের মধ্যে এই সঙ্গীত, সেই সমস্ত ধনসমূহ কৃষ্ণকে প্রদান করত। এখন প্রত্যেক গোপী তাঁর ব্যক্তিগত ধন তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রার্থনা জানাবার জন্য ভগবানের কাছে গমন করছেন। প্রত্যেক সুন্দরী গোপীগণ ভাবছিলেন—'আমিই সেই মহাচোরকে ধরব' এবং এইভাবে তাঁরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের অগোচরে অগ্রসর হলেন।"

শ্লোক ৫

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥ ৫ ॥

দুহন্ত্যঃ—গাভীর দুগ্ধদোহন মধ্যে; **অভিযযুঃ**—গমন করলেন; **কাশ্চিৎ**—তাঁদের কেউ; **দোহম্**—দোহন; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **সমুৎসুকাঃ**—অত্যন্ত উৎসুক; **পয়ঃ**—দুধ; **অধিশ্রিত্য**—চুল্লীতে বসিয়ে রেখে; **সংযাবম্**—ময়দার পিঠা, চাপাটি; **অনুদ্বাস্য**—চুল্লী থেকে না নামিয়েই; **অপরাঃ**—অন্যান্যরা; **যযুঃ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

কোন কোন গোপী কৃষ্ণের বাঁশী শ্রবণকালে গাভীর দুগ্ধ দোহন করছিলেন। তাঁরা দোহন বন্ধ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে গমন করলেন। কেউ কেউ চুল্লীর উপর দুধ জ্বাল দিতে বসিয়ে এবং অন্যান্যরা চুল্লীতে পিঠা-চাপাটি সেঁকতে দিয়ে গমন করলেন।

তাৎপর্য

এই সকল গোপীগণের প্রেমময়ী উৎসুকতা কতখানি ঐকান্তিক ছিল এখানে তা প্রদর্শন করা হয়েছে।

শ্লোক ৬-৭

পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্ ॥ ৬ ॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে ।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ ৭ ॥

পরিবেষয়ন্ত্যঃ—পোশাক পরিধান করছিলেন; **তৎ**—তা; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **পায়য়ন্ত্যঃ**—পান করাচ্ছিলেন; **শিশূন্**—তাঁদের শিশুদের; **পয়ঃ**—দুগ্ধ; **শুশ্রূষন্ত্যঃ**—একান্ত সেবা করছিলেন; **পতীন্**—তাঁদের পতিদের প্রতি; **কাশ্চিৎ**—তাঁদের কেউ কেউ; **অশ্নন্ত্যঃ**—ভোজন করতে করতে; **অপাস্য**—ত্যাগ করে; **ভোজনম্**—ভোজন; **লিম্পন্ত্যঃ**—অঙ্গরাগ লেপন; **প্রমৃজন্ত্যঃ**—তৈলাদি দ্বারা শরীর মার্জন; **অন্যাঃ**—অন্যান্যরা; **অঞ্জন্ত্যঃ**—কাজল দিচ্ছিলেন; **কাশ্চ**—কেউ; **লোচনে**—তাঁদের নয়নে; **ব্যত্যস্ত**—বিপর্যস্তভাবে; **বস্ত্র**—তাঁদের বস্ত্র; **আভরণাঃ**—ও আভরণ; **কাশ্চিৎ**—তাঁদের কেউ কেউ; **কৃষ্ণ-অন্তিকম্**—কৃষ্ণ সমীপে; **যযুঃ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

কোন কোন গোপী পোশাক পরিধান করছিলেন, কেউ তাঁদের শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিলেন বা তাঁদের পতিদের একান্ত সেবা করছিলেন, কেউ ভোজন করছিলেন, কেউ কেউ অঙ্গ মার্জন, অঙ্গরাগ লেপন বা নয়নে কাজল দিচ্ছিলেন? কিন্তু তাঁরা

সকলেই এই সকল কর্তব্যকর্ম মুহূর্তের মধ্যে পরিত্যাগ বা বন্ধ করে বিপর্যস্তভাবে বস্ত্র-ভূষণাদি নিয়ে কৃষ্ণ সন্নিধানে গমন করলেন।

শ্লোক ৮

তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্তন্ত মোহিতাঃ ॥ ৮ ॥

তাঃ—তাঁরা; বার্যমাণাঃ—নিষেধিত হয়েও; পতিভিঃ—তাঁদের পতিদের দ্বারা; পিতৃভিঃ—তাঁদের পিতাদের দ্বারা; ভ্রাতৃ—ভাই; বন্ধুভিঃ—ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের দ্বারা; গোবিন্দ—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক; অপহৃত—অপহৃত; আত্মানঃ—তাঁদের আত্মা; ন ন্যবর্তন্ত—ফিরলেন না; মোহিতাঃ—মোহিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তাঁদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা তাঁদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে কৃষ্ণ কর্তৃক অপহৃতচিত্তা গোপীগণ, তাঁর বংশী ধ্বনি দ্বারা মোহিত হয়ে আর নিবৃত্ত হলেন না।

তাৎপর্য

কোন কোন গোপী বিবাহিতা ছিলেন আর তাঁদের স্বামীগণ তাঁদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন। অবিবাহিতা গোপীগণের পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণ তাঁদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। সাধারণত এই সকল আত্মীয়গণের কেউই, এমনকি গোপীগণের মৃতদেহেরও একা এই রাত্রিতে বনে গমন অনুমোদন করতেন না, কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ ইতিমধ্যেই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে নিযুক্ত করেছিলেন আর এইভাবেই সামগ্রিক প্রণয় অধ্যায় বিনা বাধায় প্রকাশিত হল।

শ্লোক ৯

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥ ৯ ॥

অন্তঃ গৃহ—তাঁদের গৃহ মধ্যে; গতাঃ—উপস্থিত; কাশ্চিৎ—কোন কোন; গোপ্যঃ—গোপী; অলব্ধ—পারলেন না; বিনির্গমাঃ—বহির্গত হতে; কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণের; তৎ-ভাবনা—তাঁর ভাবনায়; যুক্তাঃ—সম্পূর্ণরূপে; দধ্যুঃ—তাঁরা ধ্যানস্থ হলেন; মীলিত—মুদিত করে; লোচনাঃ—তাঁদের নয়নদ্বয়।

অনুবাদ

কোন কোন গোপী তাঁদের গৃহ হতে নির্গত হতে না পেরে, তাঁরা গৃহেই অবস্থান করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেমে নয়ন মুদ্রিত করে ধ্যানস্থ হলেন।

তাৎপর্য

সমগ্র দশম স্কন্ধ জুড়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভগবান কৃষ্ণের লীলা বিষয়ে বিস্তৃত কাব্যিক ভাষ্য প্রদান করেছেন। এই সমস্ত বিস্তারিত বর্ণনাসমূহ সকল সময়ে সংযোজিত করা সম্ভব নয়, কিন্তু এই শ্লোকের উপর প্রদত্ত তাঁর ভাষ্য সামগ্রিকভাবে আমরা উদ্ধৃত করছি। সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের কাছে আমাদের ঐকান্তিক পরামর্শ এই যে, ভগবানের এক সুযোগ্য ভক্ত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রদত্ত দশম স্কন্ধের সমগ্র ভাষ্য একটি পৃথক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হলে নিঃসন্দেহে ভক্ত অভক্ত নির্বিশেষে সকলের সমাদর লাভ করবে। এই শ্লোকটি সম্পর্কে আচার্য শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের ভাষ্য নিম্নরূপ—

"শ্রীল রূপ গোস্বামীর *'উজ্জ্বল-নীলমণি'র* বর্ণিত প্রণালী অনুসারে আমরা এই প্রসঙ্গটি বিবেচনা করব। দুই শ্রেণীর গোপী আছেন—*নিত্যসিদ্ধাঃ* ও *সাধন-সিদ্ধা।* যাঁরা নিত্যত পূর্ণ বা শুদ্ধ, তাঁরা 'নিত্য-সিদ্ধা' এবং যাঁরা ভক্তি যোগ অভ্যাসের মাধ্যমে শুদ্ধ হয়েছেন বা পূর্ণতা লাভ করেছেন তাঁরা সাধন-সিদ্ধা। সাধন-সিদ্ধাগণেরও দুটি শ্রেণী রয়েছে—যাঁরা বিশেষ দলভুক্ত এবং যাঁরা বিশেষ দলভুক্ত নন। এবং সেই বিশেষ দলভুক্ত গোপীদের মধ্যেও দুটি শ্রেণী রয়েছে—*শ্রুতি-চারী,* যাঁরা স্বয়ং বেদসম্ভার থেকে আগমন করেছেন, এবং *ঋষি-চারী,* যারা দণ্ডকারণ্য বনে ভগবান রামচন্দ্রকে দর্শনকারী ঋষিগণের দল থেকে আগমন করেছেন।

"গোপীগণের এই একই চতুর্বিধ শ্রেণী বিভাজন *পদ্ম-পুরাণেও* প্রদান করা হয়েছে—

গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ ।
দেব কন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যাঃ কথঞ্চন ॥

'এটি বোঝা গেছে যে, কোন কোন গোপী স্বয়ং বেদসম্ভার স্বরূপ এবং অন্যান্য গোপীগণ দেব-কন্যা অথবা গোপ-কন্যারূপে পুনর্জন্ম-গ্রহণকারী ঋষিবৃন্দ। কিন্তু কোনভাবেই, হে রাজন, তাঁদের কেউই সাধারণ মানুষ নন। এখানে আমরা অবগত হই যে, যদিও গোপীগণ মনুষ্য-গোপ কন্যারূপে আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে মানুষ ছিলেন না। এইভাবে তাঁদের নশ্বরতার বিবাদও খণ্ডিত হয়।

"এখানে গোপ-কন্যা রূপে উল্লেখিত জনেরা অবশ্যই নিত্য-সিদ্ধা, কারণ আমরা কখনই তাঁদের কোন সাধনা করার কথা শ্রবণ করিনি। গোপীর ভূমিকায় দেবী কাত্যায়নীর পূজার সাধনা স্পষ্টতই তাদের মানুষের মতো স্বভাব আচরণের প্রকাশ মাত্র এবং কিভাবে তাঁরা গোপকন্যার ভূমিকাটি সম্পূর্ণত গ্রহণ করেছেন, সেটি প্রদর্শনের জন্যই এই পূজার ঘটনাটি ভাগবত বর্ণনা করছেন।

"প্রকৃতপক্ষে গোপ-কন্যা শ্রেণীভুক্ত গোপীগণ নিত্য-সিদ্ধা, *ব্রহ্ম-সংহিতায়* (৫/৩৭) সেকথা প্রতিপন্ন হয়েছে—*আনন্দ-চিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ*—একথায় প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা ছিলেন ভগবানের চিন্ময়-আনন্দময়-শক্তি বা হ্লাদিনীশক্তি। একইভাবে *বৃহৎ-গৌতমীয়-তন্ত্রে* বলা হয়েছে *হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ*। তাঁদের প্রিয়তম, ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে সমভাবে নিত্যকাল স্থায়িরূপে গোপীগণের নিত্য সিদ্ধতার সমর্থনও পাওয়া যায় দশাক্ষর, অষ্টাদশাক্ষর প্রভৃতি মন্ত্রে এবং এই সকল মন্ত্রের আরাধনা এবং যেখানে এই সকল মন্ত্র উপস্থাপিত হয়েছে সেখানে সেই *শ্রুতি* ও অনাদিকাল হতে বর্তমান।

"দেবকন্যাগণ, ভাগবতের শ্লোকে (১০/১/২৩) যাঁদের সম্বন্ধে *সম্ভবন্তমরস্ত্রিয়ঃ* কথাটি দিয়ে প্রস্তাবনা করা হয়েছে, *শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি* গ্রন্থে তাঁদের নিত্য-সিদ্ধ গোপীগণের অংশ প্রকাশরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। *বৃহৎ-বামন-পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত শ্লোক থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, মূর্তিমান বেদ স্বরূপ *শ্রুতি-চারী* গোপীগণ *সাধন-সিদ্ধা*।

কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ ।
কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্য সংশয়াঃ ॥
যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ ।
ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনিনস্তথা ॥

"যেহেতু কোটি কন্দর্পের সৌন্দর্যধারী তোমার বদন আমরা দর্শন করছি, সেই সকল কন্যাগণের ন্যায় আমাদের হৃদয়ও তোমার জন্য কামময় হয়ে উঠছে এবং অন্য সকল প্রলোভন আমরা বিস্মৃত হচ্ছি। তোমাকে তাদের উপপতিরূপ ধারণাবশত ভজনা দ্বারা কাম স্বভাব প্রকাশকারী তোমার চিন্ময়লোকে বাসকারী গোপীগণের মতো তোমার প্রতি আচরণের আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যেও বিকশিত হয়েছে।"

উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে ঋষি-চারী গোপীগণও *সাধন সিদ্ধা —গোপালোপাসকাঃ পূর্বমপ্রাপ্তাভীষ্টসিদ্ধয়ঃ।* পূর্বে তাঁরা সকলেই ছিলেন দণ্ডক অরণ্যে বাসকারী মহাঋষি। এই বিষয়ে *পদ্মপুরাণে, উত্তর খণ্ডে* আমরা প্রমাণ পাই—

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্ ॥
তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে ।
হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ ॥

এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ভগবান রামচন্দ্রকে দর্শন করে দণ্ডক অরণ্যের ঋষিগণ শ্রীহরি (কৃষ্ণ)-র সঙ্গ উপভোগ করার আকাঙ্ক্ষা করলেন। অন্য ভাবে বলতে গেলে, শ্রীরামের সৌন্দর্য তাঁদের আরাধ্য বিগ্রহ গোপাল, শ্রীহরিকে স্মরণ করালো এবং তখন তাঁরা তাঁদের সঙ্গ উপভোগ করতে চাইলেন। কিন্তু সংকোচবশত তাঁদের কামনা অনুযায়ী আচরণ করতে পারলেন না, অথচ কল্পবৃক্ষ স্বরূপ শ্রীরাম, তাঁরা তাঁদের প্রার্থনা উচ্চারণ না করলেও তাঁদের কৃপা প্রদান করলেন। যেমন এই শ্লোকের *তে সর্বে* শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এইভাবে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। তাঁদের কামাকর্ষণের ফল স্বরূপ তাঁরা সংসার সমুদ্রের জন্ম-মৃত্যু-চক্র হতে মুক্ত হলেন এবং যুগপৎ শ্রীহরির প্রণয় সঙ্গ লাভ করলেন।

"*ভাগবতের* বর্তমান শ্লোকটি থেকে আমরা অবগত হই যে, এই গোপীদের সন্তান ছিল এবং তাঁদের জোর করে গৃহে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। পরবর্তী শ্লোক সমূহ থেকেও এই সত্যটি পরিষ্কার হয়, যেমন *মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা* (*ভাগবত*, ১০/২৯/২০), *যৎপত্যপত্যসুহৃদা-মনুবৃত্তিরঙ্গ*, (ভাগবত ১০/২৯/৩২) এবং *পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান* (*ভাগবত* ১০/৩১/১৬)। তাঁর দশম স্কন্ধের ভাষ্যে শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামী এই সত্যের উল্লেখ করেছেন। এই শ্লোক বিষয়ে তাঁর ভাবনাগুলির পুনরাবৃত্তি না করে আমরা তাঁর তাৎপর্যের সংক্ষিপ্তসার প্রদান করব।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নিজ রূপ দর্শন করে শ্রীগোপালের উপাসক ঋষিগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তির পরিণত স্তরে উন্নত হয়ে আপনা থেকেই নিষ্ঠা, আকর্ষণ ও আসক্তির স্তর প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হননি। তাই যোগমায়া দেবী গোপীগর্ভ হতে তাদের জন্মগ্রহণের আয়োজন করলেন। এবং এইভাবে তাঁরা গোপী হলেন। নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সঙ্গ প্রভাবে এই সকল নতুন গোপীগণের কেউ কেউ বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের প্রেমময়ী আকর্ষণ বা পূর্বরাগ প্রকাশ করলেন। (প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বেও এই ধরনের আকর্ষণ জাগরিত হয়।) এই সকল নতুন গোপীগণ যখন প্রত্যক্ষরূপে কৃষ্ণের দর্শন ও সঙ্গ লাভ করলেন, তাঁদের সকল অবশিষ্ট কলুষ দগ্ধীভূত হল এবং তাঁরা প্রেম, স্নেহ ইত্যাদির উন্নত স্তর প্রাপ্ত হলেন।

"এমন কি যদিও তাঁরা তাঁদের গোপ স্বামীগণের সঙ্গে থাকতেন, কিন্তু যোগমায়াশক্তির প্রভাবে সেই গোপীগণ স্বামীগণের যৌন সংস্পর্শ সত্ত্বেও পবিত্র থেকে যেতেন; বরং শুদ্ধ চিন্ময় দেহে অবস্থান করে তাঁরা কৃষ্ণসঙ্গ উপভোগ করতেন। যে রাত্রিতে তাঁরা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করলেন, তাঁদের পতিগণ

তাঁদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু যোগমায়ার কৃপাময় সহযোগিতায় সাধন সিদ্ধ গোপীগণ, নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গে একত্রে তাঁদের প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে গমনে সমর্থ হয়েছিলেন।

"অন্যান্য গোপীগণ নিত্য-সিদ্ধ গোপী ও অন্যান্য উন্নত স্তরের গোপীগণের সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য লাভ না করার ফলে *প্রেম* স্তর প্রাপ্ত হলেন না, আর তাই তাঁদের কলুষতাও সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হল না। তাঁরা তাঁদের গোপপতিগণের সঙ্গে যৌন মিলনের দ্বারা সন্তানের জন্ম দান করলেন। কিন্তু স্বল্প-পরবর্তীকালে এই সকল গোপীগণেরও কৃষ্ণের দেহ-সঙ্গের গভীর আকুলতা দ্বারা *পূর্ব-রাগ* বিকশিত হল। উন্নত-স্তরের গোপীগণের সঙ্গ প্রভাবেই তাঁরা এই আকুলতা অর্জন করেছিলেন। শুদ্ধা গোপীগণের কৃপার যোগ্য হয়ে উঠে তাঁরা কৃষ্ণের দ্বারা উপভোগযোগ্য চিন্ময় দেহ ধারণ করলেন, কিন্তু তাঁদের বহির্গমন নিবৃত্ত করার জন্য তাঁদের স্বামীগণের প্রয়াসকে পরাভূত করে তাঁদের সাহায্য করতে যোগমায়া ব্যর্থ হলেন, তাঁরা নিজেদের অত্যন্ত দুর্যোগের মধ্যে নিক্ষিপ্ত অনুভব করলেন। তাঁদের স্বামী, ভ্রাতা, পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের শত্রুরূপে দর্শন করে তাঁরা মৃত্যুর সমীপবর্তী হলেন। অন্যান্য রমণীগণ যেমন মৃত্যুকালে তাঁদের মাতা বা অন্যান্য আত্মীয়দের স্মরণ করে, *অন্তর* শব্দে শুরু হওয়া *ভাগবতের* বর্তমান এই শ্লোকে উল্লেখিতভাবে এই সকল গোপীগণও তাঁদের এই জীবনের একমাত্র বন্ধু কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন।

"বলা হয় যে, যে সকল স্ত্রীগণ তাঁদের পতিদের বাধা দানের ফলে নির্গত হতে পারেননি, তাঁদের পতিগণ একটি যষ্টী হাতে তাঁদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁদের ভর্ৎসনা করছিল। যদিও এইসকল গোপীগণ নিত্যত কৃষ্ণের প্রেমে মগ্ন, নির্দিষ্ট সেই সময়ে তাঁরা তাঁর ধ্যান করতে করতে অন্তরে ক্রন্দন করছিলেন—'হায়, হায়, হে আমাদের প্রাণসখা, হে বৃন্দাবনকলানিধে, জন্মান্তরে আমাদের তুমি প্রেয়সী কোর, কারণ সেই জীবনে আর আমাদের চক্ষু দ্বারা তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করতে পারব না। তাই হোক, আমরা আমাদের হৃদয় দিয়ে তোমাকে অবলোকন করব।' তাঁরা প্রত্যেকেই এইভাবে বিলাপ করতে করতে তাঁদের চক্ষু মুদিত করলেন এবং তাঁর গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন।' "

শ্লোক ১০-১১

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥ ১০ ॥

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ ১১ ॥

দুঃসহ—দুঃসহ; **প্রেষ্ঠ**—তাঁদের প্রিয়তমের; **বিরহ**—বিরহ; **তীব্র**—গভীর; **তাপ**—তাপ; **ধুত**—দূর করল; **অশুভাঃ**—তাঁদের হৃদয়ের সকল অপবিত্রতা; **ধ্যান**—ধ্যান দ্বারা; **প্রাপ্ত**—প্রাপ্ত; **অচ্যুত**—অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **আশ্লেষ**—আলিঙ্গনজনিত; **নিবৃত্যা**—আনন্দ দ্বারা; **ক্ষীণ**—ক্ষীণ; **মঙ্গলাঃ**—তাঁদের পবিত্র কর্মফল; **তম্**—তাঁর; **এব**—এমন কি যদিও; **পরম-আত্মানম্**—পরমাত্মা; **জার**—উপপতি; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধিতে; **অপি**—সত্ত্বেও; **সঙ্গতাঃ**—তাঁর প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভ করে; **জহুঃ**—তাঁরা পরিত্যাগ করলেন; **গুণময়ম্**—জড়জাগতিক গুণ দ্বারা নির্মিত; **দেহম্**—তাঁদের দেহ; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **প্রক্ষীণ**—ক্রমশ ক্ষীণ হওয়া; **বন্ধনাঃ**—তাদের সকল কর্ম বন্ধন।

অনুবাদ

কৃষ্ণ দর্শনে নয়নে অপারগ সকল গোপীগণের দুঃসহ প্রিয়জনবিরহজনিত তীব্রতাপে তাঁদের সকল অশুভ কর্ম দগ্ধীভূত হল। তাঁর ধ্যান দ্বারা তাঁর আলিঙ্গন অনুভূত হওয়ার আনন্দে তাঁদের জাগতিক দুঃখও ক্ষীণ হল। পরমাত্মা কৃষ্ণকে তাঁদের উপপতি ভাবনা দ্বারা তাঁর অন্তরঙ্গ ভাবের সঙ্গ করার ফলে তাঁদের অশেষ কর্ম-বন্ধন নাশ হওয়ায় তাঁরা তাঁদের গুণময় দেহ পরিত্যাগ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের উপর এরূপ ভাষ্য প্রদান করছেন—"শুকদেব গোস্বামী এখানে বিচিত্রভাবে কথা বলছেন—তিনি গোপীগণের প্রাপ্ত অন্তরঙ্গ বস্তুকে এমনভাবে উপস্থিত করছেন যেন সেটি একটি বাহ্য ধারণা; এইভাবে বহিরাগতদের কাছে এর প্রকৃত সত্য গোপন করে একই সঙ্গে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিজ্ঞানে পারঙ্গম অন্তরঙ্গ ভক্তগণের কাছে এর প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন। এইভাবে শুকদেব গোস্বামী বহির্মুখীদের কাছে বলছেন যে, কৃষ্ণ গোপীগণকে মোক্ষ প্রদান করেছিলেন, কিন্তু অন্তরঙ্গ শ্রবণার্থীগণের কাছে শুকদেব গোস্বামী প্রকাশ করছেন যে, গোপীরা প্রিয়তমবিরহজনিত অপরিমেয় দুঃখ ও অপরিমেয় সুখ প্রাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করেছিলেন।

"এই শ্লোকটিকে এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে—তাঁদের প্রিয়তমের দুঃসহ বিরহে গোপীগণ নিদারুণ যন্ত্রনা অনুভব করলে সকল অশুভ বিষয়সমূহ কম্পিত হতে থাকল। অন্যভাবে বলতে গেলে, সাধারণ মানুষেরা যখন, তাদের প্রিয়তম হতে গোপীগণের নিদারুণ বিরহ যন্ত্রণার কথা শ্রবণ করেন, তাঁরা কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভূগর্ভস্থ অগ্নি অথবা শিবের দ্বারা আগ্রাসিত কালকূট বিষ হতেও তীব্র সহস্র অশুভ

বস্তু পরিত্যাগ করেন। আরও বিশেষভাবে, যাঁরা গোপীগণের প্রেম-বিরহ শ্রবণ করেন, তাঁরা কম্পিত হয়ে নিজেদের পরাজিত মনে করে তাঁদের মিথ্যা অভিমান-সকল ত্যাগ করেন। গোপীগণ যখন ভগবান অচ্যুতের ধ্যানমগ্ন হলেন, তখন তিনি স্বয়ং তাঁদের নিকট আগমন করে নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং তাঁর পূর্ণচিন্ময় প্রেম-বিশিষ্ট দেহ আলিঙ্গন করে গোপীগণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হলেন। এমন প্রেমের জন্য উপযুক্ত শনাক্তকরণ জ্ঞান ও আপন স্বভাব প্রদর্শনের মাধ্যমেও গোপীগণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই আনন্দের কাছে প্রাকৃত অপ্রাকৃত সকল সৌভাগ্যও তুলনামূলকভাবে তুচ্ছ বলে মনে হয়।

"নিহিতার্থ হল এটাই যে, গোপীদের সম্মুখে নিজেকে প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশকালে কৃষ্ণের দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে গোপীরা কতখানি সুখ অনুভব করেন, অন্যান্য ব্যক্তিগণ যখন তা দর্শন করেন, সেই সমস্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ তথাকথিত সহস্র শুভ বস্তুকেও, এমন কি কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত বিষয়সুখ ও ব্রহ্মানন্দও তুলনামূলকভাবে তাৎপর্যহীন মনে করেন। এইভাবে ভগবানের সঙ্গে গোপীদের বিরহ ও মিলনজনিত জাগরিত দুঃখ ও আনন্দ শ্রবণ করে যে কেউই তার সকল প্রারব্ধ পাপ বা পুণ্য উভয় ফল হতেই মুক্ত হতে পারেন। বৈষ্ণবগণ নিশ্চিতভাবে মনে করেন না যে, পাপ ও পুণ্যফল কেবলমাত্র বিরহ ও সংযোগ দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কারণ শেষ পর্যন্ত ভগবৎ-বিরহ কিম্বা ভগবানের প্রত্যক্ষ সংযোগ কোনটিই কর্মের শ্রেণীভুক্ত নয়। ভজন পর্যায়ে যাঁরা অনর্থ নিবৃত্তির স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কর্মফলের বিনাশ হয়ে থাকে।

"গোপীগণ কৃষ্ণকে পরমাত্মা বা পরম প্রেমাস্পদ—তাঁদের উপপতিরূপে চিন্তা করেছিলেন। যদিও এই ধরনের ধারণা করাও সাধারণত নিন্দনীয় তবু গোপীগণ কৃষ্ণকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের স্বামীরূপে চিন্তাকারী রুক্মিণী বা অন্যান্য রাণীগণের চেয়েও সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। ভগবানের দাম্পত্যভাব হতে যে ঔপপত্যভাব শ্রেষ্ঠ, তা গার্হস্থ্য প্রেম অপেক্ষা বল্গাহীন শুদ্ধ প্রেমের শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তবতায় প্রমাণিত হয়। শ্রীউদ্ধবের এই উক্তিটিই এই ধারণার জন্ম দেয়—*যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যাপথঞ্চহিত্বা* অর্থাৎ "এই ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁদের পরিবার ও সদাচার রীতি পরিত্যাগ করেছেন, যদিও তা করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য।" (ভাগবত ১০/৪৭/৬১)

"পৃথিবীতে কৃষ্ণের লীলাকালে তিনি অনেক নিকৃষ্ট বস্তুকে পরম উন্নত স্তরে পরিবর্তিত করেছিলেন। যেমন ভীষ্মদেব বলছেন, কৃষ্ণের মহারাজরাজেশ্বর লীলার চাইতে তাঁর পার্থসারথি লীলা উন্নততর—*বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে ধৃতহয়রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে* অথবা "দক্ষিণ হস্তে চাবুক এবং বাম হস্তে অশ্ব বল্গাধারী সর্ব উপায়ে

অর্জুনের রথের রক্ষাকারী সারথিরূপে শোভমান শ্রীকৃষ্ণে আমি আমার চিত্ত একান্ত করছি।" (*ভাগবত* ১/৯/৩৯) তেমনই, ভগবানের কৃষ্ণরূপে আবির্ভাবে আমরা দেখতে পাই যে, উৎকৃষ্ট শান্ত রস হতে শৃঙ্গার রস শ্রেষ্ঠ, দাম্পত্যভাব হতে ঔপপত্য ভাব শ্রেষ্ঠ এবং অপূর্ব মণিমুক্তালঙ্কার অপেক্ষা ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিক ধাতু ও নিকৃষ্ট গুঞ্জা-কণ্ঠহার শ্রেষ্ঠ।

"কিন্তু এখানে প্রতিবাদ হতে পারে যে, ইতিমধ্যেই পরপুরুষ দ্বারা ভোগ্য দেহযুক্তা নারীগণের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের ক্রীড়া সঙ্গত নয়। এখানে *জহুঃ* শব্দের মাধ্যমে এই প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। গোপীগণ বহু হলেও তাঁদের একটি শ্রেণীর একক বোঝাতে *দেহম্* শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন মহাজনগণ বলেন যে, যোগমায়ার শক্তির দ্বারা এই সমস্ত গোপীদের দেহ এমনভাবে অন্তর্ধান করেছিল যে, কেউ তা লক্ষ্য করেনি। কিন্তু অন্যান্য মহাজনগণ বলেন যে, এখানে 'দেহ' উল্লেখে নিকৃষ্ট গুণময় দেহকে বোঝানো হয়েছে। তাই *গুণ-ময়ম্* এই বিশেষণটির বৈশিষ্ট্য দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, কৃষ্ণের বেণুবাদনকালের পূর্বেই গোপীদের দেহ গুণময় ও চিন্ময় এই দুইভাগে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল এবং বেণুবাদন শ্রবণে তাঁরা গুণময় দেহ পরিত্যাগ করেছিলেন যা তাঁদের পতিগণ উপভোগ করেছিলেন। আমরা এটি নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি—

"যখন যথার্থ গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ভক্তগণ ভক্তিপথ অবলম্বন করে, তখন তাঁরা ভগবানের কথা শ্রবণ, তাঁর মহিমা কীর্তন, তাঁকে স্মরণ, প্রণাম নিবেদন, পদ-সেবা প্রভৃতির দ্বারা কর্ণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহকে শুদ্ধ ভক্তিতে যুক্ত করে। ভগবান *ভাগবতে* (১১/২৫/২৬) যেমন উল্লেখ করছেন—*নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ*—সেই অনুসারে তাই অপ্রাকৃত গুণাবলীসমূহ ভক্তগণের ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়ে ওঠে। আর এইভাবেই ভক্তের দেহ জাগতিক গুণসমূহ অতিক্রম করে। কিন্তু তবুও কখনও কখনও ভক্তগণ তাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে ব্যবহারিক শব্দ ইত্যাদি গ্রহণ করে এবং সেটি জাগতিক। এইভাবেই কোনও ভক্তের দেহের দুটি দিক রয়েছে—চিন্ময় ও গুণময়।

"ভগবৎ-সেবার স্তর অনুসারে কারুর দেহে চিন্ময় বিষয়সমূহ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং জাগতিক বিষয়সমূহ হ্রাস পেতে থাকে। এই রূপান্তর ভাগবতের (১১/২/৪২) এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তির
অন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ ।

প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুঃ
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥

'ভোজনরত ব্যক্তির যেমন প্রতি গ্রাসেই সমান্তরালভাবে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়ে থাকে, তেমনি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত ব্যক্তিরও ভজনকালে সমান্তরালভাবে ভক্তি, ভগবৎ-স্বরূপ-স্ফূর্তি ও সংসার বৈরাগ্য লাভ হয়।' কেউ যখন পূর্ণ ভগবৎ-প্রেম প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর দেহের গুণময় অংশ অন্তর্হিত হয় এবং দেহটি পরিপূর্ণরূপে চিন্ময় হয়ে যায়। কিন্তু তবুও নাস্তিকদের মিথ্যা মতবাদকে বিচলিত না করে এবং একই সঙ্গে ভক্তির গোপনতা রক্ষা করার জন্য ভগবান সাধারণত তাঁর মায়া শক্তির দ্বারা স্থূল দেহের মৃত্যু প্রদর্শন করান। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে মৌষল-লীলার সময় যাদবগণের অন্তর্ধান।

"কখনও কখনও ভক্তিযোগের উৎকর্ষতা জ্ঞাপনের জন্য কৃষ্ণ তাঁর ভক্তকে তার স্বশরীরে ভগবদ্ধামে ফিরে আসা অনুমোদন করেন। যেমন ধ্রুব মহারাজ। সেই ব্যাপারে *ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের শ্লোক ৩২ থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

যেনেমে নির্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে ॥

'যে জীব চিত্তজাত জড়া প্রকৃতির গুণসমূহকে জয় করেছে, সে ভক্তিযোগের মাধ্যমে আমাতে (কৃষ্ণ) ভক্তিযুক্ত হয়ে আমার জন্য শুদ্ধপ্রেম লাভ করে।' এখানে ভগবান উল্লেখ করছেন যে, জড়া প্রকৃতির গুণজাত বিষয়ের পরাজয় ও বিনাশ একমাত্র ভক্তিযোগের পন্থার মাধ্যমে হওয়া সম্ভব। সুতরাং ভাগবতের এই বর্তমান শ্লোকটি থেকে আমরা অবগত হতে পারি যে, গোপীগণ যাঁরা কৃষ্ণদর্শনে যেতে পারেননি তাঁদের গুণময় অপবিত্র শরীরটি অপসারিত হয়েছিল অথবা দগ্ধ হয়েছিল এবং তাঁদের পবিত্র, অবিনাশী চিন্ময় শরীর, গোপীগণের ধ্যানযোগে প্রাপ্ত কৃষ্ণের আলিঙ্গন দ্বারা আনন্দে আরো বিবর্ধিত হয়েছিল। এইভাবে সম্পূর্ণরূপে তাঁদের বন্ধনের বিনাশ হয়েছিল—যোগমায়ার সাহায্যে তাঁরা অজ্ঞতা থেকে এবং তাঁদের পতি ও আত্মীয়বন্ধুগণের নিষেধ হতেও মুক্ত হয়েছিলেন।

"আমাদের, ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসা এই সকল গোপীগণের দেহকে তাঁদের মৃত্যুকালীন পরিণতিরূপে বর্ণনায় ভুল করা উচিত নয়। ভগবান স্বয়ং উল্লেখ করছেন (ভাগবত ১০/৪৭/৩৭)—

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্যচিন্তয়া ॥

'যে সকল শুদ্ধ গোপীগণ বৃন্দাবন অরণ্যের এই রাত্রিকালীন রাস নৃত্যে আমার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হতে পারেনি, তারাও আমার অপ্রাকৃত লীলা স্মরণের মাধ্যমে আমার সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েছে।' এই শ্লোকে *কল্যাণ্যঃ* শব্দটি ব্যবহার করে ভগবান ইঙ্গিত করছেন যে, 'যদিও এই সকল গোপীগণ তাঁদের স্বামীদের নিষেধের জন্য এবং আমার বিরহযন্ত্রণায় তাঁদের দেহ পরিত্যাগ করতে চেয়েছিল কিন্তু এই পবিত্র রাস নৃত্য উৎসবের প্রারম্ভে তাঁদের মৃত্যু আমার কাছে অপ্রীতিকর ও এইভাবে অশুভ হত। তাই তাদের মৃত্যু হয়নি।'

"শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে যেতে বাধাপ্রাপ্ত গোপীগণের যে দেহগত মৃত্যু হয়নি সেই বিষয়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর বর্ণনায় *ভাগবতের* এই স্কন্ধেরই পরবর্তীতে (১০/৪৭/৩৮) আরও প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ *তা উচুরুদ্ধবং প্রীতাস্তৎ সন্দেশাগতস্মৃতীঃ* অর্থাৎ তাঁর (কৃষ্ণের) বার্তা তাঁদের কৃষ্ণের কথা স্মরণ করানোর জন্য প্রীতিবশত অতঃপর তাঁরা (গোপীগণ) উদ্ধবকে উত্তর প্রদান করলেন। এখানে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, যে সমস্ত গোপীরা উদ্ধবের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তাঁরা তাঁদের গৃহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণের রাস নৃত্যে অংশগ্রহণ করতে না পারা গোপীরা। তাই এইভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মৃত্যু ব্যতীতই তাঁরা তাঁদের গুণময় দেহ ত্যাগ করেছিলেন। বিরহের গভীর তাপে দগ্ধ হয়ে তাঁদের গুণময় দেহ গুণময়ত্ব ত্যাগ করে মহান ভক্ত ধ্রুব মহারাজের দেহের মতোই বিশুদ্ধ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। এই হচ্ছে 'গোপীগণের দেহত্যাগের' মর্মার্থ।

"নিম্নোক্ত বিশ্লেষণটি বিভিন্ন গোপীদের স্তরবিন্যাসকে চিত্রায়িত করছে—গাছে সাত আটটি পাকা আম দেখে আমরা নির্ণয় করতে পারি যে, গাছের সব আমই পেকে গেছে। যথা সময়ে সূর্য কিরণাদির দ্বারা আমগুলি সুন্দর, সুগন্ধি ও সুস্বাদু হয়ে উঠলে—রাজার ভোগের জন্য যোগ্য হয়ে উঠলে, আমরা সমস্ত আম পেড়ে গৃহে নিয়ে আসতে পারি। রাজার খাদ্য গ্রহণের সময় হলে একজন বিচক্ষণ ভৃত্য রাজাকে নিবেদনের জন্য প্রস্তুত ফলগুলি পছন্দ করে। আমগুলির চেহারা দেখে সেই ভৃত্যটি বলে দিতে পারে কোন্ আমটির মধ্যভাগ পাকা কিন্তু বহির্ভাগ এখনও কাঁচা রয়েছে আর তাই তা এখনও রাজাকে নিবেদনের যোগ্য হয়নি। বিশেষভাবে তাপ প্রয়োগের পন্থার মাধ্যমে সেই অবশিষ্ট অপক্ক ফলগুলিকেও দু-তিন দিনের মধ্যে পাকিয়ে ফেলা হলে তখন সেগুলিও রাজাকে নিবেদনের যোগ্য হয়ে ওঠে।

"তেমনই, *মুনি-চারী* গোপীদের মধ্যে যাঁরা গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে তাঁদের দেহের গুণময়ত্ব পরিত্যাগ করেছেন এবং জীবনের অনেক পূর্বেই শুদ্ধ চিন্ময় দেহসমূহ লাভ করেছেন, তাঁরা অন্য পুরুষের দ্বারা অস্পৃষ্ট ছিলেন।

তাই তাঁরাও, যোগমায়া দ্বারা অনুমোদিত হয়ে নিত্য সিদ্ধা ও অন্যান্য উন্নত স্তরের গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গমনের সময় তাঁদের সঙ্গে যোগদান করলেন।

অন্যান্য *মুনিচারী* গোপীগণ তখনও বহিরাগত গুণময় দেহের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-তাপে দগ্ধ হবার পর তাঁদের দেহের গুণময়ত্ব ত্যাগ করে, অন্য পুরুষের স্পর্শদোষ-রহিত শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণ-চিন্ময় শরীর ধারণ করলেন। রাস নৃত্যের রাত্রিতে ইতিমধ্যে চলে যাওয়া গোপীদের পশ্চাতে যোগমায়া এই সমস্ত গোপীদের কাউকে প্রেরণ করেছিলেন। অন্যান্য যাঁদের মধ্যে যোগমায়া সামান্যতম দোষ দর্শন করেছিলেন, তাঁদের আরও বিরহ তাপ দ্বারা বিশুদ্ধ করে, পরে অন্য কোন রাত্রিতে প্রেরণ করেছিলেন।

"রাস নৃত্যের আনন্দ ও কৃষ্ণের সঙ্গে অন্যান্য লীলা উপভোগের পর অংশ-গ্রহণকারী *মুনিচারী* গোপীরা, *নিত্যসিদ্ধা* ও অন্যান্য উন্নত স্তরের গোপীদের মতোই রাত্রিশেষে তাঁদের গৃহে ফিরে এলেন। কিন্তু তখনও যোগমায়া *মুনিচারী* গোপীদের তাঁদের পতিদের জাগতিক সঙ্গ থেকে রক্ষা করলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই সকল গোপীরা স্বামী, পুত্র ও অন্যান্যদের প্রতি আসক্তিশূন্য হলেন। কারণ এই সকল গোপীরা সম্পূর্ণত কৃষ্ণপ্রেমের মহাসাগরে নিমজ্জিত হয়েছিলেন; তাঁদের স্তন শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল তাই তাঁরা তাঁদের শিশুদের দুগ্ধপান করাতে পারেননি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কাছে তাঁরা ভূত-গ্রস্তের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরিশেষে বলা যায় যে, গোপীরা পূর্বে যাঁরা গুণময় সঙ্গ করেছিলেন, তাঁদের রাস নৃত্যে যোগদান করা অশোভন কিছু নয়।

"কোন কোন মহাজন বলেন যে, যে সকল গোপী তাঁদের গৃহে নিরুদ্ধ ছিলেন, তাঁদের কোন পুত্র ছিল না। তাঁদের মতানুসারে পরবর্তী শ্লোকসমূহে ব্যবহৃত *অপত্য* শব্দে সপত্নীপুত্র, দত্তকপুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র বুঝতে হবে।"

শ্লোক ১২

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে ।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ উবাচ—শ্রীপরীক্ষিৎ বললেন; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **বিদুঃ**—তাঁরা অবগত ছিলেন; **পরম্**—কেবলমাত্র; **কান্তম্**—তাঁদের প্রিয়তম রূপে; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **ব্রহ্মতয়া**—পরম ব্রহ্মরূপে; **মুনে**—হে মুনিবর, শুকদেব; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের; **প্রবাহ**—প্রবাহ; **উপরমঃ**—মোক্ষ; **তাসাম্**—তাঁদের; **গুণ-ধিয়াম্**—চিত্তও গুণময় বিষয়ে আসক্ত; **কথম্**—কিভাবে।

অনুবাদ

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন—হে মুনিবর, গোপীরা কৃষ্ণকে পরম ব্রহ্মরূপে নয়, কেবলমাত্র তাঁদের প্রিয়তম রূপেই অবগত ছিলেন। তা হলে কিভাবে গুণময় বিষয়ে আসক্ত-চিত্তা গোপীরা জড়াসক্তি হতে মুক্তিলাভ করেছিলেন?

তাৎপর্য

রাজা পরীক্ষিৎ মহান ঋষি, মুনি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের এক সভায় উপবেশন করে শুকদেব গোস্বামীর কথা শ্রবণ করছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শুকদেব গোস্বামী যখন কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের প্রণয়ের বর্ণনা করতে শুরু করলেন, সেই সভায় উপস্থিত কিছু ঘোর জাগতিক ব্যক্তিগণের মুখের ভাব লক্ষ্য করে রাজা পরীক্ষিৎ তাঁদের হৃদয়ের গুপ্ত সন্দেহ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাই, শুকদেব গোস্বামীর কথার তাৎপর্য ভালভাবে অবগত হওয়া সত্ত্বেও অন্যের সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে নিজেকে সন্দেহগ্রস্ত ব্যক্তিরূপে উপস্থাপিত করলেন। আর সেইজন্যই তিনি এই প্রশ্ন করলেন।

শ্লোক ১৩

শ্রীশুক উবাচ

উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশঃ কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **উক্তম্**—বলেছি; **পুরস্তাৎ**—পূর্বেই; **এতৎ**—তা; **তে**—তোমাকে; **চৈদ্যঃ**—চেদিরাজ শিশুপাল; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **যথা**—যেমন; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **দ্বিষন্**—বিদ্বেষ ভাবযুক্ত; **অপি**—হয়েও; **হৃষীকেশম্**—পরমেশ্বর ভগবান হৃষীকেশ; **কিম্ উত**—আর কি বলার আছে; **অধোক্ষজ**—ভগবান, যাঁর ব্যাপকতা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত; **প্রিয়াঃ**—তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ভক্তগণ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই ব্যাপারটি তোমার কাছে আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি। শিশুপাল কৃষ্ণবিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও যখন সিদ্ধি লাভ করেছিল, তখন ভগবানের প্রিয় ভক্তগণের কথা আর কি বলবার আছে।

তাৎপর্য

যদিও বদ্ধজীবের চিন্ময় প্রকৃতি মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত, কিন্তু ভগবান কৃষ্ণের চিন্ময় প্রকৃতি সর্বশক্তিমান এবং তা অন্য কোন শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত নয়। প্রকৃতপক্ষে

অন্য সমস্ত শক্তি তাঁরই শক্তি এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ীই তা কার্য করে। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* (৫/৪৪) উল্লেখ করা হয়েছে—*সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা/ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা/ইচ্ছানুরূপ-মপি যস্য চ চেষ্টতে সাঃ* "জড় জগতের যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সাধন করেন, সেই শক্তিমান দুর্গা ভগবানেরই শক্তি, ভগবানের ইচ্ছানুসারেই তিনি ভগবানের ছায়া স্বরূপা।" ভগবানের চিন্ময় প্রভাব যেহেতু তাঁকে কারো হৃদয়ঙ্গম করা না করার উপর নির্ভর করে না, তাই গোপীগণের স্বতঃস্ফূর্ত কৃষ্ণ প্রেম তাঁদের পারমার্থিক পূর্ণতার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

শ্রীপাদ মধবাচার্য *স্কন্দ পুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃত করছে—

কৃষ্ণ-কামাস্তদা গোপ্যস্ত্যক্ত্বা দেহং দিবং গতাঃ ।
সম্যক্ কৃষ্ণং পরব্রহ্ম জ্ঞাত্বা কালাৎ পরং যযুঃ ॥

"সেই সময় কৃষ্ণ-আকাঙ্ক্ষী গোপীরা তাঁদের দেহত্যাগ করে চিন্ময়লোকে গমন করলেন। যেহেতু তাঁরা কৃষ্ণকে পরম ব্রহ্ম-রূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তাই তাঁরা কালের প্রভাবকেও অতিক্রম করেছিলেন।"

পূর্বং চ জ্ঞানসংযুক্তাস্তত্রাপি প্রায়শস্তথা ।
অতস্তাসাং পরং ব্রহ্ম গতিরাসীন্ন কামতঃ ॥

"পূর্ব জীবনে অধিকাংশ গোপীই ছিলেন পূর্ণদিব্যজ্ঞান-সম্পন্না। তাঁদের কামনার জন্য নয়, এই জ্ঞানের জন্যই তাঁরা পরমব্রহ্মকে লাভ করতে সমর্থ হন।"

নতু জ্ঞানমৃতে মোক্ষো নান্যঃ পন্থেতি হি শ্রুতিঃ ।
কামযুক্ত তদা ভক্তির্জ্ঞানং চাতো বিমুক্তিগাঃ ॥

"বেদে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পারমার্থিক জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভের অন্য কোন গ্রহণযোগ্য পথ নেই। যেহেতু দৃশ্যতঃ কামপরায়ণ গোপীগণ জ্ঞান-ভক্তি-সম্পন্না ছিলেন, তাই তাঁরা মোক্ষ লাভ করেছিলেন।"

অতো মোক্ষেঽপি তাসাং চ কামো ভক্তানুবর্ততে ।
মুক্তিশব্দোদিতো চৈদ্যপ্রভৃতৌ দ্বেষভাগিনঃ ॥

"এইভাবে, তাঁদের মোক্ষপ্রাপ্তিতেও তাঁদের শুদ্ধ-ভক্তির প্রকাশরূপে 'কামনা' তাঁদের অনুগমন করেছিল। শেষ পর্যন্ত, আমরা যাকে মোক্ষ বলি, তা শিশুপালের মতো ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিও অর্জন করেছিল।"

ভক্তিমার্গী পৃথঙ্মুক্তিমগাদ্বিষ্ণুপ্রসাদতঃ ।
কামস্ত্বশুভকৃচ্চাপি ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রসাদকৃৎ ॥

"শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় ভক্তিমার্গ অনুসরণকারীগণ, ভক্তি-পথ উপজাত রূপে মোক্ষ লাভ করেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিগণের 'কামনা', যা সাধারণত দুর্ভাগ্যকে আহ্বান করে, তৎপরিবর্তে শুদ্ধভক্তি লাভের জন্য বিষ্ণুর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে।"

দ্বেষিজীব যুতং চাপি ভক্তং বিষ্ণুর্বিমোচয়েৎ ।
অহোঽতিকরুণা বিষ্ণোঃ শিশুপালস্য মোক্ষণাৎ ॥

"শ্রীবিষ্ণু ঈর্ষাপরায়ণ জীবন ধারণকারী ভক্তকেও রক্ষা করেন। শিশুপালকে মোক্ষ প্রদানের দ্বারা প্রদর্শিত ভগবানের পরম কৃপা দর্শন কর।"

শিশুপাল ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয়। যাঁকে বিবাহের জন্য শিশুপাল স্বয়ং অটল হয়ে ছিলেন, সেই সুন্দরী রুক্মিণীকে ভগবান অপহরণ করলে শিশুপাল হতাশ হন। আরো নানা কারণেও শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত, রাজসূয় নামক মহাযজ্ঞে কৃষ্ণকে সে উন্মাদের মতো অপমান করলে কৃষ্ণ অনুদ্বিগ্নভাবে শিশুপালের মস্তক ছেদন করে তাকে মোক্ষ প্রদান করলেন। উপস্থিত সকলে দর্শন করল যে, শিশুপালের মৃত দেহ থেকে তার দীপ্তিমান আত্মা উত্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের দেহে মিশে গেল। সপ্তম স্কন্দে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিশুপাল চিন্ময় জগতের দ্বার-রক্ষী ছিলেন, অভিশপ্ত হয়ে পৃথিবীতে দানব রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু ভগবান সমগ্র অবস্থা বিবেচনা করে শিশুপালকে মোক্ষ প্রদান করেছিলেন, তাই কৃষ্ণকে যাঁরা সমস্ত কিছুর থেকেও অধিক ভালোবেসেছিলেন, সেই গোপীদের কথা আর কি বলার আছে!

শ্লোক ১৪

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥

নৃণাম্—মানবগণের; **নিঃশ্রেয়স-অর্থায়**—পরম মঙ্গলের জন্য; **ব্যক্তিঃ**—মনুষ্যরূপে; **ভগবতঃ**—ভগবান; **নৃপ**—হে রাজা; **অব্যয়স্য**—অবিনাশী; **অপ্রমেয়স্য**—অপরিমেয়; **নির্গুণস্য**—নির্গুণ; **গুণ-আত্মনঃ**—গুণ-নিয়ন্তা।

অনুবাদ

হে রাজন, পরমেশ্বর ভগবান অবিনাশী, অপরিমেয়, নির্গুণ ও গুণ-নিয়ন্তা। মানবের পরম মঙ্গলের জন্যই এই জগতে তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ মানুষের পরম মঙ্গলের জন্য অবতরণ করেন, তাই তাঁকে সকলের চেয়ে অধিক ভালবাসে যে যুবতী কন্যারা, তাঁদের তিনি অবহেলা করবেন

কেন? যদিও ভগবান স্বয়ং তাঁর ভক্তদের পুরস্কৃত করেন, তিনি *অব্যয়,* বিনাশহীন, কারণ তিনি *অপ্রমেয়,* যাঁর পরিমাপ করা যায় না। তিনি *নির্গুণ,* অর্থাৎ জাগতিক গুণসমূহ থেকে তিনি মুক্ত; আর তাই, যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গ করেন, তাঁর সঙ্গে একই চিন্ময় স্তরে তাঁরা অবস্থান করেন। তিনি *গুণাত্মা* অর্থাৎ গুণ সমূহের নিয়ন্তা বা প্রকৃতির গুণসমূহের আদি কারণস্বরূপ এবং নির্দিষ্টভাবে সেই জন্যেই তিনি গুণসমূহের অধীন নন। অন্যভাবে বলতে গেলে, যেহেতু প্রকৃতির গুণসমূহ তাঁরই শক্তি, তাই তাঁর উপরে সেইগুলি ক্রিয়া করতে পারে না।

শ্লোক ১৫

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥ ১৫ ॥

কামম্—কাম; **ক্রোধম্**—ক্রোধ; **ভয়ম্**—ভয়; **স্নেহম্**—স্নেহ; **ঐক্যম্**—ঐক্য; **সৌহৃদম্**—সৌহৃদ্য; **এব চ**—ও; **নিত্যম্**—সর্বদা; **হরৌ**—শ্রীহরির জন্য; **বিদধতেঃ**—প্রদর্শন করে; **যান্তি**—তারা প্রাপ্ত হয়; **তৎ-ময়তাম্**—তাঁর তন্ময়তা; **হি**—বস্তুতঃ; **তে**—এইরূপ ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

যাঁরা অবিরত তাঁদের কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য বা সৌহার্দ্য ভগবান শ্রীহরির উদ্দেশ্যে পরিচালিত করেন, তাঁরা অবশ্যই তাঁর তন্ময়তা লাভ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধ চিন্ময় তত্ত্ব এবং আর যাঁরা যে কোনও ভাবেই তাঁর প্রতি আসক্ত, তাঁর ভাবনায় মগ্ন, তাঁরাও চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন। এই হল ভগবানের আপন সঙ্গের পরম প্রকৃতি।

এই শ্লোকের মাধ্যমে শুকদেব গোস্বামী গোপীগণের সম্বন্ধে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছেন। শুকদেব অবশেষে কৃষ্ণের পরম অন্তরঙ্গ লীলা, রাস নৃত্যের বর্ণনা শুরু করলে যাঁরা শ্রবণ করছিলেন এবং যাঁরা ভবিষ্যতে এই আশ্চর্য কাহিনী শ্রবণ করবেন, তাঁদের সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে পরীক্ষিৎ মহারাজ সহযোগিতা করছেন। শ্রীল মধ্বাচার্য *স্কন্দ পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করছেন, যেখানে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে যে, গোপীগণের মতো ব্যক্তিরা জাগতিক মায়ার সীমানার অতীত মুক্ত আত্মা—

ভক্ত্যা হি নিত্যকামিত্বং ন তু মুক্তিং বিনা ভবেৎ ।
অতঃ কামিতয়া বাপি মুক্তির্ভক্তিমতাং হরৌ ॥

"বিশুদ্ধ ভক্তিতে কৃষ্ণের প্রতি নিত্য প্রণয়াসক্তি প্রকাশ, যিনি মুক্ত নন তাঁর মধ্যে বিকশিত হতে পারে না। তাই যাঁরা শ্রীহরির প্রতি আত্মনিবেদিত, এমন কি প্রণয় আকর্ষণেও, তাঁরা ইতিমধ্যেই মুক্ত।'

শ্রীল মধ্বাচার্য এরপর *পদ্মপুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা করছেন যে, কেবলমাত্র ভগবানের প্রতি কামসম্পন্ন হওয়ার দ্বারাই কেউ মুক্ত হতে পারে না বরং বিশুদ্ধ-ভক্তিতে প্রণয়াকর্ষণ ধারণের মাধ্যমেই তা সম্ভব।

স্নেহভক্তাঃ সদাদেবাঃ কামিত্বেনাপ্সরস্ত্রিয়ঃ ।
কাশ্চিৎ কাশ্চিন্নকামেন ভক্ত্যা কেবলয়ৈব তু ॥

"দেবতারা সর্বদা প্রীতি-ভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং অপ্সরা নাম্নী স্বর্গের তরুণীগণ তাঁর প্রতি কামভাবসম্পন্না, যদিও তাঁদের মধ্যে কারও তাঁর প্রতি জাগতিক কাম দোষহীন বিশুদ্ধ ভক্তি রয়েছে। কেবলমাত্র এই পরবর্তী অপ্সরাগণই মুক্তি লাভের যোগ্য, কারণ প্রকৃত ভক্তি ব্যতীত কারুরই মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব নয়।"

এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত জাগতিক কামনামুক্ত হচ্ছে না, ততক্ষণ ভক্তিও *যোগ্যম্* বা যথার্থ হয় না। ভগবান কৃষ্ণের ব্যক্তিগত সাহচর্যে গোপীগণের প্রণয় সম্পর্ক অর্জন কারও লঘুভাবে বিচার করা উচিত নয়। ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের গুরুত্ব প্রদর্শনের জন্য শ্রীল মধ্বাচার্য *বরাহ পুরাণ* থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহের উদ্ধৃতি প্রদান করছেন—

পতিত্বেন শ্রিয়োপাস্যো ব্রহ্মণা মে পিতেতি চ ।
পিতামহতয়ান্যেষাং ত্রিদশানাং জনার্দনঃ ॥

"লক্ষ্মীদেবী ভগবান জনার্দনকে তাঁর পতি রূপে অর্চনা করেন, শ্রীব্রহ্মা তাঁকে পিতা রূপে অর্চনা করেন এবং অন্যান্য দেবতাগণ তাঁকে তাঁদের প্রপিতামহরূপে অর্চনা করেন।"

প্রপিতামহো মে ভগবানিতি সর্বজনস্য তু ।
গুরুঃ শ্রীব্রহ্মণো বিষ্ণুঃ সুরাণাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ ॥

"এইভাবে সাধারণ মানুষেরও মনে করা উচিত, 'ভগবান আমার প্রপিতামহ'। ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মার গুরুদেব আর তাই তিনি দেবতাদের গুরুর গুরু।"

গুরুর্ব্রহ্মাস্য জগতো দৈবং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ।
ইত্যেবোপাসনং কার্যং নান্যথাতু কথঞ্চন ॥

"ব্রহ্মা এই জগতের গুরুদেব এবং বিষ্ণু নিত্য আরাধ্য বিগ্রহ। অন্যভাবে নয়, এই উপলব্ধি নিয়েই ভগবানের আরাধনা করা উচিত।"

উপরোক্ত নির্দেশগুলি *সর্ব-জন* অর্থাৎ সকল মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। যতক্ষণ কেউ পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের উন্নত স্তর প্রাপ্ত না হচ্ছে ততক্ষণ এই সকল নির্দেশ অনুসরণ করা উচিত। বৃন্দাবনের গোপীরা যে অতি উন্নত স্তরের মুক্ত-আত্মা, সেই বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে আর তাই কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের লীলাসমূহও বিশুদ্ধ চিন্ময় ঘটনা। এই কথা মনে রাখলে, আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের এই অধ্যায়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারব।

শ্লোক ১৬

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্যো ভবতা ভগবত্যজে ।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

ন চ—না; **এবম্**—এইভাবে; **বিস্ময়ঃ**—বিস্ময়; **কার্যঃ**—কর্ম; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান বিষয়ে; **অজে**—জন্মরহিত; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগেশ্বরের; **ঈশ্বরে**—পরম ঈশ্বরের; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণ; **যতঃ**—যাঁর দ্বারা; **এতৎ**—এই (জগৎ); **বিমুচ্যতে**—মুক্তিলাভ করে।

অনুবাদ

জন্মরহিত যোগেশ্বরেশ্বর পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তোমার বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত এই ভগবানই জগতকে মুক্তি প্রদান করেন।

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজের এতখানি আশ্চর্যবোধ করা উচিত নয়, কারণ সমগ্র জগতকে মুক্তি দানের উদ্দেশ্যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই প্রণয়-লীলা। শেষ পর্যন্ত সেটিই ভগবানের উদ্দেশ্য—সকল বদ্ধ জীবকে তাদের আলয়, সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে আনা। সেই উদ্দেশ্যে ভগবানের প্রণয় লীলার কার্যক্রম অত্যন্ত উপযুক্ত, কারণ সেই লীলা শ্রবণ করে প্রকৃতপক্ষে আমরা যারা জাগতিক চেতনায় প্রলুব্ধ, তারা শুদ্ধ হয়ে মুক্ত হতে পারি।

শ্রীমদ্ভাগবতের (১/৫/৩৩) প্রথম স্কন্ধে নারদ মুনি বলছেন—

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত ।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্ ॥

"হে সুকৃতিবান্, যে দ্রব্যের প্রভাবে রোগ জন্মায়, সেই দ্রব্যই যখন অন্য দ্রব্য বা ঔষধের সঙ্গে রসায়ন-যোগে মিশ্রিত হয়, তখন তা গ্রহণ করার ফলে সেই রোগের কি নিবৃত্তি হয় না?" এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলাসমূহ শুদ্ধ ও চিন্ময় ক্রিয়া হওয়ায় তা শ্রবণকারীর জাগতিক কামনার ব্যাধি আরোগ্য লাভ করে।

শ্লোক ১৭

তা দৃষ্ট্বান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ ।
অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্ ॥ ১৭ ॥

তাঃ—তাঁদের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **অন্তিকম্**—নিকটে; **আয়াতাঃ**—উপস্থিত; **ভগবান্**—ভগবান; **ব্রজ-যোষিতঃ**—ব্রজনারীগণ; **অবদৎ**—তিনি বললেন; **বদতাম্**—বাগ্মী; **শ্রেষ্ঠঃ**—শ্রেষ্ঠ; **বাচঃ**—বাক্য; **পেশৈঃ**—বিলাসে; **বিমোহয়ন্**—বিমোহিত করে।

অনুবাদ

ব্রজনারীদের উপস্থিত দর্শন করে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর বাক্যে তাঁদের সম্ভাষণ করলে তাঁদের হৃদয় বিমোহিত হল।

তাৎপর্য

গোপীদের কৃষ্ণপ্রেমের চিন্ময় স্বভাব প্রতিপাদন করার পর শুকদেব গোস্বামী তার বিবরণ বলে চললেন।

শ্লোক ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমণকারণম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **সু-আগতম্**—স্বাগতম; **বঃ**—তোমাদের; **মহা-ভাগাঃ**—হে পরম ভাগ্যবতী রমণীগণ; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **কিম্**—কি; **করবাণি**—আমি কি করব; **বঃ**—তোমাদের জন্য; **ব্রজস্য**—ব্রজের; **অনাময়ম্**—কুশল; **কচ্চিৎ**—তো; **ব্রূত**—বল; **আগমন**—তোমাদের আগমনের; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

ভগবান কৃষ্ণ বললেন—হে পরম সৌভাগ্যবতী রমণীগণ, স্বাগতম। আমি তোমাদের প্রীতির জন্য কি করব? ব্রজের সকল কুশল তো? তোমাদের আগমনের কারণ কি বল?

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণ ভালভাবেই জানতেন, গোপীরা কেন এসেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর বাঁশীর প্রণয় সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি তাঁদের আহ্বান করেছিলেন। তাই, "তোমরা

এখানে এত দ্রুত কেন এসেছ? শহরে কি কিছু হয়েছে? যাই হোক, কেন তোমরা এখানে এসেছ? তোমরা কি চাও?"

গোপীরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অল্পবয়স্কা প্রেমিকা আর তাই এই সমস্ত প্রশ্ন নিশ্চয়ই তাঁদের বিভ্রান্ত করেছিল, কারণ তাঁরা কেবলমাত্র কৃষ্ণের সঙ্গে প্রণয় উপভোগের মানসিকতা নিয়ে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা ।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥ ১৯ ॥

রজনী—রাত্রি; **এষা**—এই; **ঘোর-রূপা**—অতিশয় ভয়ঙ্করী; **ঘোর সত্ত্বা**—ভয়ঙ্কর প্রাণী দ্বারা; **নিষেবিতা**—পরিপূর্ণ; **প্রতিযাত**—ফিরে যাও; **ব্রজম্**—ব্রজে; **ন**—না; **ইহ**—এখানে; **স্থেয়ম্**—থাকা উচিত; **স্ত্রীভিঃ**—নারীদের; **সু-মধ্যমাঃ**—হে সুমধ্যমা সুন্দরীগণ।

অনুবাদ

এই রাত্রি অতি ভয়ঙ্কর এবং ভয়ঙ্কর প্রাণীরা চারিদিকে ওত পেতে আছে। ব্রজে ফিরে যাও, হে সুমধ্যমা, সুন্দরীগণ। এই স্থানটি নারীদের জন্য উপযুক্ত নয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের নিম্নোক্ত মনোরম ভাষ্য রচনা করেছেন—

"[গোপীরা ভাবলেন] 'হায়, হায়, আমাদের কুলধর্ম, আমাদের ধৈর্য, এবং আমাদের লজ্জা চূর্ণ বিচূর্ণ হবার পর, দিনের পর দিন আমাদের উপভোগ করার পর এবং এখন তাঁর বংশীধ্বনি দিয়ে আমাদের এখানে টেনে নিয়ে আসার পর সে আমাদের জিজ্ঞাসা করছে, কেন আমরা এসেছি!'

"গোপীরা পরস্পর কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করলে পর ভগবান বললেন, 'তোমরা যদি আমাকে বলতে চাও যে, তোমরা ভগবানের পূজার জন্য রজনীতে বিকশিত পুষ্প চয়নের জন্য এসেছ এবং তোমাদের কটাক্ষপাত দিয়ে সেই সকল পুষ্পসমূহ খুঁজে চলেছ, তোমাদের যুক্তি আমাকে অস্বীকার করতে হবে, কারণ এই ব্যাপারে স্থান-কাল-পাত্র কোনটিই যথার্থ নয়।'

"এই শ্লোকারম্ভের *রজনী* শব্দটির এই হচ্ছে ভগবৎকৃত অর্থ। তিনি হয়ত বলতে পারতেন, 'যদিও জ্যোৎস্নার প্রাচুর্য রয়েছে, কিন্তু রাত্রির এই সময়টি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কারণ অনেক সাপ, কাঁকড়াবিছে ও তোমাদের লক্ষ্য করবার পক্ষে ক্ষুদ্রতম

অন্যান্য ভয়ানক প্রাণীরা লতা-গুল্ম-শিকড় ও পল্লবের আড়ালে থাকতে পারে। সুতরাং এই সময়টি পুষ্প চয়নের উপযুক্ত নয়। শুধু সময়ই নয়, এই স্থানটিও পুষ্প চয়নের অনুপযুক্ত, কারণ রাত্রির ভয়ঙ্কর প্রাণীরা যেমন বাঘেরা এখানে চারধারে রয়েছে। সুতরাং তোমাদের ব্রজে ফিরে যাওয়া উচিত।'

'কিন্তু', গোপীরা বাধা দান করতে পারেন, 'আমাদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে দাও, তারপর আমরা চলে যাব'।

"তখন ভগবান নিশ্চয়ই বলতেন, 'নারীদের পক্ষে এরকম একটি স্থানে অবস্থান করা উচিত নয়', অন্যভাবে বললে, 'স্থান ও কাল বিচারে তোমাদের মতো কারুর এক মুহূর্তও এখানে অবস্থান করা ভুল হবে।'

"অধিকন্তু *সুমধ্যমাঃ* কথাটির মাধ্যমে ভগবান ইঙ্গিত করছেন 'তোমরা সুন্দরী যুবতী এবং আমিও সুন্দর যুবক। যেহেতু তোমরা সকলেই অত্যন্ত পবিত্র এবং আমিও ব্রহ্মচারী, যেমন *শ্রুতি-তে (গোপাল-তাপণী-উপনিষদ) কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী* শব্দের মাধ্যমে তা প্রতিপন্ন হয়েছে, তাই আমাদের এক জায়গায় অবস্থান করার কোন দোষ নেই। তৎসত্ত্বেও, মনকে কখনও বিশ্বাস করা যায় না, তোমাদেরও নয়, আমার নিজেরও নয়।'

"আমরা যদি কৃষ্ণের কথাগুলির অন্তর্নিহিত আকুলতা পাঠ করি, তা হলে ভগবানের অন্তরের ঔৎসুক্যেরও নিশ্চিত আভাস পাই; যেমন—'যদি লজ্জাবশত তোমরা আমাকে তোমাদের আগমনের কারণ বলতে না পার, তবে বোল না। যে কোনভাবেই হোক আমি ইতিমধ্যে তা জানি, 'তাই আমি তোমাদের যেমন বলি, তা শোন।' এইভাবে ভগবান *রজনী* শব্দ দিয়ে শুরু বাক্যগুলি বললেন।

সংস্কৃত শব্দগুলিকে যখন অন্যভাবে ভাগ করা হয়, তখন কৃষ্ণের কথিত শ্লোকটির বিকল্প অর্থ পাওয়া যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে শ্লোকটির বিকল্প বিভাজনগুলি হবে এরকম—*রজনী এষা অঘোর-রূপা অঘোর-সত্ত্ব নিষেবিতা/প্রতিজাত ব্রজং ন ইহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ*। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভাষ্যের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ এখন এই শব্দ বিভাজনের অর্থ বর্ণনা করছেন।

"পরিব্যাপ্ত জ্যোৎস্নার জন্য এই রাত্রিকে মোটেও ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না এবং অরণ্যও তাই মৃগ-রূপ অহিংস্র প্রাণীতে *(অঘোরসত্ত্বৈঃ)* অথবা অন্যান্য প্রাণী দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে। যেমন বাঘও বৃন্দাবনের স্বাভাবিক অহিংস পরিবেশের প্রভাবে অহিংস্র। ফলস্বরূপ, এই রাত্রিতে তোমাদের ভয় পাওয়া উচিত নয়।' অথবা কৃষ্ণ এমন অর্থও করতে পারেন, 'তোমাদের পতি ও অন্যান্য আত্মীয়দের ভয়ে

ভীত হয়ো না; এই রাত্রি ভয়ঙ্কর প্রাণীতে পরিপূর্ণ, তারা এর কাছে আসবে না। অতএব তোমরা ব্রজে ফিরে যেও না (*ন প্রতিজাত*), বরং আমার সঙ্গে এখানে থাক (*ইহ স্থেয়ম্*)।'

"গোপীগণ হয়ত ভগবানকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি এখানে কিভাবে থাক?'

"ভগবান উত্তর দেন, 'নারীদের সঙ্গে।'

"কিন্তু তুমি কি যে কোন নারীকেই তোমার সঙ্গে রেখে খুশি হও?'

"ভগবান *সুমধ্যমা* শব্দটির মাধ্যমে এর উত্তর দিলেন, যার অর্থ,—'কেবল সেইসব সুন্দরী ও যুবতী নারী যারা ক্ষীণতনু—তোমাদেরই মতো—তারাই আমার সঙ্গে এখানে অবস্থান করে, অন্যরা নয়।' এইভাবে কৃষ্ণের উক্তিকে আমরা একই সঙ্গে উপেক্ষা ও অপেক্ষায় পরিপূর্ণ লক্ষ্য করি।"

কৃষ্ণ তাঁর উক্তির শব্দ নির্বাচনেও ছিলেন অবশ্যই সুদক্ষ, কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সেই শব্দগুলিকে বিপরীতার্থক দু'ভাবেই করা যায়। যেমন, উপরে অনুবাদের প্রথম ক্ষেত্রে, শ্রীকৃষ্ণ ক্রমাগত গোপীদের এই বলে উত্ত্যক্ত করছেন যে, রাত্রিটি ভয়ঙ্কর ও অশুভ, তাই তাঁদের গৃহে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু পাশাপাশি কৃষ্ণ সেই একই কথায় ঠিক বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছেন, যেমন—ভগবানের কাছে আসার জন্য গোপীদের ভয় পাওয়ার কোন কারণই নেই, কারণ সেটি খুবই পবিত্র রাত্রি এবং কোনভাবেই তাঁদের গৃহে ফিরে যাওয়া উচিত নয়। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কথার মাধ্যমে গোপীদের একই সঙ্গে উত্ত্যক্ত ও মোহিত করেন।

শ্লোক ২০

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্ ॥ ২০ ॥

মাতরঃ—মাতা; **পিতরঃ**—পিতা; **পুত্রঃ**—পুত্র; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতা; **পতয়ঃ**—পতি; **চ**—এবং; **বঃ**—তোমাদের; **বিচিন্বন্তি**—অন্বেষণ করছে; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **অপশ্যন্তঃ**—দর্শন না করে; **মা কৃঢ্বম্**—সৃষ্টি কর না; **বন্ধু**—তোমাদের পরিবারের সদস্যগণের; **সাধ্বসম্**—উদ্বেগ।

অনুবাদ

তোমাদের গৃহে না পেয়ে, তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতিগণ অবশ্যই তোমাদের অন্বেষণ করবে। তোমাদের পরিবারের সদস্যদের উদ্বেগের কারণ হয়ো না।

শ্লোক ২১-২২

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্ ।
যমুনানিল লীলৈজত্তরুপল্লব শোভিতম্ ॥ ২১ ॥
তদ্‌যাত মা চিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত ॥ ২২ ॥

দৃষ্টম্—দর্শন করেছ; **বনম্**—বন; **কুসুমিতম্**—পুষ্পপূর্ণ; **রাকা-ঈশ**—পূর্ণচন্দ্রের; **কর**—হস্ত দ্বারা; **রঞ্জিতম্**—রঞ্জিত; **যমুনা**—যমুনা নদী হতে আগত; **অনিল**—বায়ু দ্বারা; **লীলা**—লীলা; **এজৎ**—কম্পমান; **তরু**—বৃক্ষসমূহের; **পল্লব**—পল্লব দ্বারা; **শোভিতম্**—শোভিত; **তৎ**—সুতরাং; **যাত**—ফিরে যাও; **মা চিরম্**—সত্বর; **গোষ্ঠম্**—গোষ্ঠে; **শুশ্রূষধ্বম্**—সেবা কর; **পতীন্**—তোমাদের পতিদের; **সতীঃ**—হে পবিত্র নারীগণ; **ক্রন্দন্তি**—ক্রন্দন করছে; **বৎসাঃ**—গোবৎস; **বালাঃ**—শিশুগণ; **চ**—এবং; **তান্**—তাদের; **পায়য়ত**—দুগ্ধপান করাও; **দুহ্-যত**—দোহন কর।

অনুবাদ

এখন তোমরা চন্দ্রকিরণে রঞ্জিত, বৃন্দাবনের পুষ্পপূর্ণ বন দর্শন করেছ। তোমরা যমুনা থেকে আগত শান্ত বাতাসে কম্পমান পল্লব-যুক্ত বৃক্ষের শোভা দর্শন করেছ। এখন তাই গোষ্ঠে ফিরে যাও। বিলম্ব কর না। হে সতী নারীগণ, তোমাদের পতিদের সেবা কর এবং ক্রন্দনরত শিশু ও গোবৎসদের দুগ্ধ পান করাও।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্লোক ২২-এ আরও ব্যাখ্যা করছেন এইভাবে—"শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'অতএব যেতে বেশি দেরি কোর না, এখনি যাও।' *সতীঃ* শব্দটির অর্থ হল, গোপীরা তাদের পতিগণের অনুগত; তাই কৃষ্ণ ইঙ্গিত করছেন, গোপীদের স্বামীসেবা করা উচিত যাতে তাঁরা ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করতে পারেন আর গোপীরা পবিত্র বিবেচিত হন। যারা বিবাহিতা গোপী তাদের উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণ এই সকল কথা বলছিলেন। এখন অবিবাহিতা গোপীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলছেন, 'গোবৎসরা কাঁদছে তারা যাতে দুধ পায়, সেটি দেখ'। *মুনিচারী* গোপীদের তিনি বলছেন, 'তোমাদের শিশুরা কাঁদছে করছে, তাই তাদের দুধ পান করাও।'

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোক দুটিরও গূঢ় অর্থ এইভাবে প্রকাশ করছেন—"শ্লোক ২১এ কৃষ্ণ হয়ত বলছেন, 'এই বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ স্থান, আর তা ছাড়া আজ পূর্ণিমা। অধিকন্তু, আমাদের চতুর্দিকে যমুনা রয়েছে আর সেখান থেকে

শান্ত, শীতল, সুগন্ধী বাতাস বইছে। এই সমস্তই চিন্ময় ঐশ্বর্য যা প্রেম বিনিময় উদ্দীপ্ত করে এবং আমিও যেহেতু এখানে পরম আনন্দ ঐশ্বর্যস্বরূপ—প্রেমের বিষয়—এসো, এখন আমরা পরীক্ষা করে দেখি রস আস্বাদনে তোমরা কতখানি দক্ষতা দেখাতে পার।'

শ্লোক ২২-এও তিনি (কৃষ্ণ) বলতে চেয়েছেন, 'এখন এই সারা রাত্রির দীর্ঘ সময়ে, তোমরা চলে যেও না, বরং এখানে থেকে আমার সঙ্গে আনন্দ কর। তোমাদের পতি, শ্বাশুড়ি ও অন্যদের সেবা করতে যেও না। স্রষ্টার উপহার পেয়েছ এমন রূপ যৌবন এভাবে নষ্ট করা তোমাদের মানায় না। তোমাদের গো-দোহন, কিম্বা গো-বৎস ও শিশুদের দুধ পান করানোর দরকার নেই। আমার জন্য তোমরা যে এমন পূর্ণ আনন্দময় আকর্ষণস্বরূপ, তোমাদের কি এসব কাজ করতেই হবে?' "

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বর্ণনা করছেন যে, কৃষ্ণ যে ঠিক কি করছেন, গোপীরা সত্যি সত্যিই সেই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না—তাঁদের থাকবার আমন্ত্রণ জানিয়ে অথবা তাঁদের ঘরে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়ে তিনি কি রসিকতা করছেন? এইভাবে, শ্রীকৃষ্ণ যখন বনের শোভা সম্বন্ধে বর্ণনা করছিলেন, তখন গোপীরা বিভ্রান্ত বোধ করে গাছের মাথার দিকে দেখতে লাগলেন এবং তিনি যখন যমুনা নিয়ে বলছিলেন, তাঁরা নদীর চারধারে তখন তাকাতে লাগলেন। তাঁদের পরম শুদ্ধতা, সরলতা, সেই সঙ্গে কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়ভাবে তাঁদের পরম ভক্তি, সব মিশে গিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বোত্তম মনোরম লীলা সৃষ্টি হল।

শ্লোক ২৩

অথ বা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ ।
আগতা হ্যুপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ ॥ ২৩ ॥

অথ বা—অথবা; **মৎ-অভিস্নেহাৎ**—আমার প্রতি অনুরাগবশত; **ভবত্যঃ**—তোমরা; **যন্ত্রিত**—বশীভূত; **আশয়াঃ**—চিত্তে; **আগতাঃ**—আগমন করে থাক; **হি**—বস্তুত; **উপপন্নম্**—যুক্তিযুক্ত হয়েছে; **বঃ**—তোমাদের পক্ষে; **প্রীয়ন্তে**—প্রীতিভাবযুক্ত হয়ে; **ময়ি**—আমার জন্য; **জন্তবঃ**—সকল প্রাণী।

অনুবাদ

তা ছাড়া, সম্ভবত আমার প্রতি প্রবল প্রেমবশত তোমাদের চিত্ত বশীভূত হওয়াতে তোমরা এখানে আগমন করেছ। তোমাদের জন্য এটি অবশ্যই যথেষ্ট প্রশংসনীয়, কারণ স্বভাবত সকল প্রাণীই আমার প্রতি প্রীতিভাবযুক্ত হয়ে থাকে।

শ্লোক ২৪

ভর্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্মো হ্যমায়য়া ।
তদ্বন্ধূনাং চ কল্যাণঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্ ॥ ২৪ ॥

ভর্তুঃ—স্বামীর; **শুশ্রূষণম্**—সেবা; **স্ত্রীণাম্**—নারীর; **পরঃ**—পরম; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **হি**—অবশ্যই; **অমায়য়া**—অকপট; **তৎ-বন্ধূনাম্**—স্বামীর বান্ধবগণের; **চ**—এবং; **কল্যাণঃ**—কল্যাণ; **প্রজানাম্**—তাদের সন্তানদের; **চ**—এবং; **অনুপোষণম্**—পালন করা।

অনুবাদ

নারীর পরম ধর্ম—ঐকান্তিকভাবে তাঁর স্বামীর সেবা করা, স্বামীর পরিবারের প্রতি সুব্যবহার করা এবং তাঁর সন্তানদের লালন-পালন করা।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বিচক্ষণতার সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে এখানে বলেছেন যে, গোপীদের ঘরে স্বামীরূপে ভ্রান্ত পরিচয়ে নিজস্ব সম্পত্তি রূপে যারা গোপীদের দখল করে থাকে তারা যথার্থ স্বামী নয়—ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আসলে গোপীদের নিত্যকালের স্বামী। এইভাবে *অমায়য়া,* 'অকপটভাবে' শব্দটির যথাযথ ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, গোপীদের প্রকৃত প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই তাদের পরম ধর্ম।

শ্লোক ২৫

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা ।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥ ২৫ ॥

দুঃশীলঃ—দুঃশীল; **দুর্ভগঃ**—হতভাগ্য; **বৃদ্ধঃ**—বৃদ্ধ; **জড়ঃ**—কর্মশক্তিহীন; **রোগী**—ব্যাধিগ্রস্ত; **অধনঃ**—নির্ধন; **অপি বা**—এমন কি; **পতিঃ**—স্বামী; **স্ত্রীভিঃ**—নারী দ্বারা; **ন হাতব্যঃ**—পরিত্যাগ করা উচিত নয়; **লোক**—পরলোক; **ঈপ্সুভিঃ**—আকাঙ্ক্ষী; **অপাতকী**—(যদি সে) পতিত না হয়।

অনুবাদ

যে সকল নারী পরজন্মে সদ্‌গতি লাভ করতে চান, তাঁদের স্বামী ধর্মাচরণ থেকে পতিত না হলে, শুধুমাত্র বিরক্তিকর, ভাগ্যহীন, বয়োবৃদ্ধ, বুদ্ধিহীন, ব্যাধিগ্রস্ত বা ধনহীন হলেই তাঁকে ত্যাগ করা কখনই উচিত নয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর একই রকম একটি কথা *স্মৃতিশাস্ত্র* থেকে উদ্ধৃত করছেন—*পতিস্তু অপতিতং ভজেৎ,* "যিনি পতিত নন, তেমন পতির সেবা করা

উচিত।" কখনও কখনও মূর্খের মতো যুক্তি প্রদান করা হয় যে, যদি কোন স্বামী পারমার্থিক নীতিসমূহ থেকে বিচ্যুতও হয়, তবুও পত্নীর তার অনুগমন করা উচিত, কারণ সে তার "গুরু"। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু কৃষ্ণভাবনামৃত অন্য কোন ধর্মীয় নীতির অধীন হতে পারে না, কোন গুরু যদি তাঁর অনুগামীকে জড়জাগতিক, পাপকর্মে নিযুক্ত করেন, তখন গুরু রূপে তিনি তাঁর মর্যাদা হারান। শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে, ইউরোপের রাজতন্ত্রের ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। তার কারণ, রাজারা ক্ষমতার অপব্যবহার ও শোষণ করেছিল। তেমনই, পাশ্চাত্যের পুরুষেরা নারীর প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ ও শোষণ করেছিল এবং এখন সেখানকার স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করে জনপ্রিয় আন্দোলন শুরু করেছে। আদর্শ পরিবেশে, মানুষের পারমার্থিক জীবনে নীতিনিষ্ঠ হওয়া চাই এবং তাদের যত্নাধীনে নারীদের প্রতি শুদ্ধ, ঐকান্তিক উপদেশ প্রদান করা উচিত।

গোপীরা অবশ্য পারমার্থিক পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ায় ভাল ও মন্দ উভয় ধর্মীয় বিবেচনাতেই চিন্ময়। অন্যভাবে বলতে গেলে, তাঁরা পরম ব্রহ্মের নিত্য প্রেমিকা ছিলেন।

শ্লোক ২৬

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্ ।
জুগুপ্সিতং চ সর্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৬ ॥

অস্বর্গ্যম্—স্বর্গবিরোধী; **অযশস্যম্**—যশনাশক; **চ**—এবং; **ফল্গু**—তুচ্ছ; **কৃচ্ছ্রম্**—দুঃখোৎপাদক; **ভয়-আবহম্**—ভয়াবহ; **জুগুপ্সিতম্**—নিন্দনীয়; **চ**—এবং; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **হি**—বস্তুত; **ঔপপত্যম্**—উপপতি-সংক্রান্ত সুখ; **কুল-স্ত্রিয়ঃ**—কুলনারীর।

অনুবাদ

কুলনারীর উপপতি সংক্রান্ত তুচ্ছ সুখ স্বর্গবিরোধী, যশনাশক, দুঃখোৎপাদক, ভয়াবহ এবং সকল সময়েই তা নিন্দিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ২৭

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনুকীর্তনাৎ ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥ ২৭ ॥

শ্রবণাৎ—শ্রবণ দ্বারা (আমার মহিমা); **দর্শনাৎ**—দর্শন দ্বারা (আমার বিগ্রহ); **ধ্যানাৎ**—ধ্যান করে; **ময়ি**—আমার; **ভাবঃ**—প্রেম; **অনুকীর্তনাৎ**—অনুক্ষণ কীর্তন

দ্বারা; ন—না; তথা—সেইভাবে; সন্নিকর্ষেণ—নিকটে অবস্থান দ্বারা; প্রতিযাত—ফিরে যাও; ততঃ—অতএব; গৃহান্—তোমাদের গৃহে।

অনুবাদ

আমার কথা শ্রবণ, আমার বিগ্রহ দর্শন, আমার ধ্যান এবং আমার মহিমা কীর্তন দ্বারা আমার জন্য যেমন অপ্রাকৃত প্রেমের উদয় হয়, নিকটে অবস্থানের দ্বারা তেমন হয় না। তাই তোমাদের গৃহে তোমরা ফিরে যাও।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই ভীষণ তর্কের অবতারণা করছেন।

শ্লোক ২৮

শ্রীশুক উবাচ

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্ ।
বিষণ্ণা ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্ ॥ ২৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **বিপ্রিয়ম্**—অপ্রিয়; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **গোবিন্দ-ভাষিতম্**—ভগবান কথিত বাক্য; **বিষণ্ণাঃ**—বিষণ্ণা; **ভগ্ন**—বিফল; **সঙ্কল্পাঃ**—মনোরথা; **চিন্তাম্**—উদ্বিগ্ন; **আপুঃ**—প্রাপ্ত হলেন; **দুরত্যয়াম্**—অপার।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে গোবিন্দ কথিত অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করে, গোপীগণ বিষাদগ্রস্ত ও বিফল মনোরথ হয়ে অপার উদ্বেগ অনুভব করলেন।

তাৎপর্য

গোপীরা বুঝতে পারছিলেন না তাঁরা কি করবেন। তাঁরা ভাবছিলেন, কৃষ্ণের পাদপদ্মে পতিত হয়ে তাঁর কৃপার জন্য ক্রন্দন করবেন অথবা তাঁদের গৃহে ফিরে গিয়ে দূরে অবস্থান করবেন। কিন্তু তাঁরা এই সমস্ত কিছুর কোনটাই করতে পারছিলেন না আর তাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করলেন।

শ্লোক ২৯

কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্-
বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবঃ লিখন্ত্যঃ ।
অশ্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি
তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তুষ্ণীম্ ॥ ২৯ ॥

কৃত্বা—করে; **মুখানি**—তাঁদের মুখ; **অব**—অবনত করে; **শুচঃ**—দুঃখে; **শ্বসনেন**—দীর্ঘনিঃশ্বাসে; **শুষ্যৎ**—শুষ্ক; **বিম্ব**—লাল বিম্ব ফলের মতো; **অধরাণি**—তাঁদের অধর; **চরণেন**—তাঁদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা; **ভুবঃ**—ভূমি; **লিখন্ত্যঃ**—খুঁটতে খুঁটতে; **অস্রৈঃ**—তাঁদের অশ্রু দ্বারা; **উপাত্ত**—সংশ্লিষ্ট; **মসিভিঃ**—তাঁদের চোখের কাজল; **কুচ**—স্তনের; **কুঙ্কুমানি**—কুঙ্কুম; **তস্থুঃ**—তাঁরা অবস্থান করতে লাগলেন; **মৃজন্ত্যঃ**—ধৌত করতে করতে; **উরু**—অতীব; **দুঃখ**—দুঃখ; **ভারাঃ**—ভারাক্রান্ত; **স্ম**—বস্তুত; **তূষ্ণীম্**—নীরবে।

অনুবাদ

দুঃখিত দীর্ঘনিঃশ্বাসে তাঁদের বিম্বাধর শুষ্ক হলে তাঁরা অবনত মস্তকে তাঁদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ভূমিতে আঁচড় কাটছিলেন। তাঁদের দু'চোখ দিয়ে কাজলযুক্ত অশ্রুধারায় স্তনে লিপ্ত কুঙ্কুম ধৌত হয়েছিল। এইভাবে দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে তাঁরা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তাৎপর্য

গোপীরা অনুভব করলেন, "কৃষ্ণকে যদি আমাদের প্রেমে আমরা জয় করতেই না পারলাম, তা হলে আমাদের প্রেম নিশ্চয়ই শুদ্ধ নয়। আর আমরা যদি কৃষ্ণকে যথার্থ ভালবাসতে না পারলাম, তবে এই জীবনের কি প্রয়োজন?" তাঁদের দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাস থেকে তাঁদের রক্তিম ওষ্ঠ শুষ্ক হল। সূর্যের তাপে লাল *বিম্ব* ফল শুষ্ক হলে, তখন তাতে কালো দাগ ফুটে ওঠে এবং সেগুলি নরম হয়ে ওঠে। গোপীদের সুন্দর অধরগুলিও তেমনি পরিবর্তিত হল। তাঁরা নির্বাক হয়ে নীরবে কৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্লোক ৩০

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং
কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্তিত সর্বকামাঃ ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ
সংরম্ভগদ্‌গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ ॥ ৩০ ॥

প্রেষ্ঠম্—তাঁদের প্রিয়তম; **প্রিয়-ইতরম্**—অপ্রিয়; **ইব**—যেন; **প্রতিভাষমাণম্**—বাক্যপ্রয়োগকারী; **কৃষ্ণম্**—ভগবান কৃষ্ণ; **তৎ-অর্থ**—তাঁর জন্য; **বিনিবর্তিত**—নিবৃত্ত; **সর্ব**—সর্ব; **কামাঃ**—কামনা; **নেত্রে**—তাঁদের নয়ন; **বিমৃজ্য**—মার্জনা করে; **রুদিত**—তাঁদের রোদন; **উপহতে**—বন্ধ করে; **স্ম**—অতঃপর; **কিঞ্চিৎ**—ঈষৎ; **সংরম্ভ**—কোপের সঙ্গে; **গদগদ**—রুদ্ধ; **গিরঃ**—স্বরে; **অব্রুবত**—তাঁরা বললেন; **অনুরক্তাঃ**—দৃঢ় আসক্তা।

অনুবাদ

কৃষ্ণ তাঁদের প্রিয়তম হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর জন্য তাঁরা সকল কামনা পরিত্যাগ করলেও, তিনি তাঁদের প্রতি অপ্রিয় বাক্য বলছিলেন। তৎ সত্ত্বেও তাঁরা দৃঢ়ভাবে কৃষ্ণের প্রতি আসক্তচিত্তা রইলেন। রোদন বন্ধ করে চোখ মার্জন করে তাঁরা ঈষৎ কোপের সঙ্গে গদগদ স্বরে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

গোপীরা এবার শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রতি তাঁদের তীব্র প্রেমানুরাগের ক্রোধে এবং তাঁকে পরিত্যাগের অনিচ্ছায় রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেন। তাঁরা তাঁকে কিছুতেই তাঁদের সরিয়ে দিতে দেবেন না।

শ্লোক ৩১

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্ ।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীগোপ্যঃ ঊচুঃ—সুন্দরী গোপীরা বললেন; **মা**—নয়; **এবম্**—এইভাবে; **বিভো**—হে সর্বব্যাপী; **অর্হতি**—উচিত; **ভবান্**—আপনার; **গদিতুম্**—বলা; **নৃ-শংসম্**—নিষ্ঠুর; **সন্ত্যজ্য**—সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে; **সর্ব**—সমস্ত; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিষয়াদি; **তব**—আপনার; **পাদ-মূলম্**—পাদমূল; **ভক্তাঃ**—অর্চনা করছি; **ভজস্ব**—দয়া করে বিনিময় করুন; **দুরবগ্রহ**—হে কৃপাপরাঙ্মুখ; **মা ত্যজ**—পরিত্যাগ করবেন না; **অস্মান্**—আমাদের; **দেবাঃ**—পরম পুরুষোত্তম ভগবান; **যথা**—যেমন; **আদি পুরুষঃ**—আদিপুরুষ, নারায়ণ; **ভজতে**—বিনিময় করেন; **মুমুক্ষূন্**—যাঁরা মুক্তিকামী, তাঁদের।

অনুবাদ

সুন্দরী গোপীরা বললেন—হে সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান পুরুষ, আপনার এভাবে নিষ্ঠুর কথা বলা উচিত নয়। আমরা যারা আপনার পাদপদ্মমূলে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিষয়াদি পরিত্যাগ করেছি, তাদের বর্জন করবেন না। হে কৃপাপরাঙ্মুখ, যেমন আদিপুরুষ নারায়ণ মুমুক্ষু মুক্তিকামী ভক্তদের সাথে বিনিময় করেন, সেইভাবে আমাদের সাথে প্রেম বিনিময় করুন।

শ্লোক ৩২

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্বয়োক্তম্ ।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥ ৩২ ॥

যৎ—যে; পতি—পতি; অপত্য—সন্তান; সুহৃদাম্—শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় বন্ধুবর্গ; অনুবৃত্তিঃ—সেবা; অঙ্গ—আমাদের প্রিয় কৃষ্ণ; স্ত্রীণাম্—স্ত্রীগণের; স্ব-ধর্ম—প্রকৃত ধর্মীয় কর্তব্য; ইতি—এইভাবে; ধর্মবিদা—ধর্মজ্ঞ; ত্বয়া—আপনি; উক্তম্—বলেছেন; অস্তু—হোক; এবম্—সেই মতো; এতৎ—এই; উপদেশ—এই উপদেশের; পদে—প্রকৃত বিষয়ে; ত্বয়ি—আপনি; ঈশে—হে ঈশ্বর; প্রেষ্ঠঃ—প্রিয়তম; ভবান্—আপনি; তনুভৃতাম্—সকল প্রাণীগণের; কিল—নিশ্চিতভাবে; বন্ধুঃ—বন্ধুস্বরূপ; আত্মা—আত্মা।

অনুবাদ

হে প্রিয় কৃষ্ণ, ধর্মজ্ঞ রূপে আপনি আমাদের উপদেশ প্রদান করেছেন যে, পতি, পুত্র ও আত্মীয় বন্ধুগণের সেবা করাই স্ত্রীগণের ধর্ম। আমরা তা মান্য করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতিই এই সেবা করা উচিত; কারণ আপনিই সকল প্রাণীর পরম বন্ধুস্বরূপ, আপনিই তাদের আত্মীয়, পতি ও আত্মা।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সকল আত্মাগণেরও আত্মা, তাদের প্রিয়তম বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী। *ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/৫/৪১) উল্লেখ করা হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"হে রাজন্, যিনি সকল প্রকার জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করে সকলের আশ্রয় দানকারী মুকুন্দের পাদপদ্মে সর্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি দেবতা, ঋষি, সর্বজীব, মনুষ্য বা পিতৃলোকের কাছে ঋণী হন না। কারণ এই সমস্ত শ্রেণীর জীবগণ ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়াতে, ভগবানের সেবায় আত্মসমর্পিতগণের আর আলাদাভাবে তাদের সেবা করতে হয় না।" সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা, ভগবান হতেই

মাতা, পতি, রাষ্ট্রীয় নেতা, ঋষিগণ অবতরণ করেন ও শক্তি লাভ করে তাঁদের অনুগামীদের কাছে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন। কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে পরম সত্য, আদিপুরুষের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তাঁদের আর পরোক্ষভাবে উপরোক্ত গৌণ কর্তাদের মাধ্যমে পরম ব্রহ্মের সেবা করার প্রয়োজন হয় না।

এমন কি ভগবানের প্রতি শরণাগত কোন আত্মা যদি, ভগবানের গৌণ নয়, প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁর গুরুদেবের সেবা করেন, তা হলে তাঁর অন্য কারও সেবা করার প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত আচার্য বা গুরুদেব এক অমলিন মাধ্যমরূপে শিষ্যকে ভগবানের পাদপদ্মের দিকে চালনা করেন। পরম সত্যের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে সকল পরম্পরা বহির্ভূত ব্যক্তিরাই বরবাদ হয়ে যান। গোপীরা এই মূল বিষয়টিই শ্রীকৃষ্ণের কাছে বর্ণনা করতে চেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু সাহসী গোপী এই শ্লোকে বর্ণিত কৃষ্ণের নিজের কথাতেই তাঁকে পরাস্ত করার চেষ্টা করেছেন।

শ্লোক ৩৩

কুর্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্তিদৈঃ কিম্ ।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মা স্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ৩৩ ॥

কুর্বন্তি—তারা প্রদর্শন করে; **হি**—বস্তুত; **ত্বয়ি**—আপনার; **রতিম্**—ভক্তি; **কুশলাঃ**—দক্ষ; **স্বে**—তাদের নিজেদের জন্য; **আত্মন্**—আত্মা; **নিত্য**—নিত্য; **প্রিয়ে**—প্রিয়; **পতি**—পতি; **সুত**—সন্তান; **আদিভিঃ**—ও অন্যান্য সম্পর্ক সমূহ; **আর্তি-দৈঃ**—যারা কেবলই পীড়াদায়ক; **কিম্**—কি; **তৎ**—সুতরাং; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **প্রসীদ**—প্রসন্ন হোন; **পরমেশ্বর**—হে পরম নিয়ন্তা; **মা স্ম ছিন্দ্যাঃ**—ছিন্ন করবেন না; **আশাম্**—আমাদের আশা; **ধৃতাম্**—পোষণ করা; **ত্বয়ি**—আপনার প্রতি; **চিরাৎ**—চিরকাল; **অরবিন্দ-নেত্র**—হে কমলনয়ন।

অনুবাদ

দক্ষ আত্মহিতৈষীগণ, নিত্যপ্রিয়, আত্মরূপী আপনার প্রতিই সর্বদা তাঁদের ভক্তি চালিত করেন। আমাদের পতি, পুত্র ও আত্মীয়-বন্ধুদের দ্বারা কি লাভ হয়, যাঁরা কেবল পীড়া দান করেন? অতএব, হে পরমেশ্বর, আমাদের কৃপা করুন। হে কমলনয়ন, আপনার সঙ্গ লাভের জন্য আমাদের চিরকালের আশা দয়া করে ছিন্ন করবেন না।

শ্লোক ৩৪

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে ।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিং বা ॥ ৩৪ ॥

চিত্তম্—আমাদের মন; সুখেন—সুখে; ভবতা—আপনার দ্বারা; অপহৃতম্—অপহৃত হয়েছে; গৃহেষু—গৃহ-ধর্মে; যৎ—যা; নির্বিশতি—মগ্ন ছিল; উত—অধিকন্তু; করৌ—আমাদের হাত; অপি—ও; গৃহ্যকৃত্যে—গৃহকার্যে; পাদৌ—আমাদের পা দুটি; পদম্—এক পা-ও; ন চলতঃ—চলছে না; তব—আপনার; পাদ-মূলাৎ—পাদমূল হতে; যামঃ—আমরা গমন করব; কথম্—কিভাবে; ব্রজম্—ব্রজে; অথঃ—এবং অতঃপর; করবাম—আমরা করব; কিম্—কি; বা—অধিকন্তু।

অনুবাদ

আমাদের যে মন ও হাত এতাবৎ কাল গৃহকর্মে মগ্ন ছিল, তা আপনি সহজেই অপহরণ করেছেন। এখন আমাদের পা দুখানি এক পা-ও আপনার পাদপদ্মমূল থেকে চালিত হতে চায় না। আমরা কিভাবে ব্রজে ফিরে যাব? আর সেখানে গিয়েই বা আমরা কি করব?

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করেছিলেন আর সেই বংশীর ছিদ্রপথ দিয়ে নির্গত মোহিত সঙ্গীত তরুণী গোপীদের মন অপহরণ করেছিল। এখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসে তাঁদের অপহৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেবার দাবি জানাচ্ছেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের মনকে তখনই পেতে চান যদি শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের গ্রহণ করে তাঁর প্রণয় লীলায় তাঁদের যুক্ত করেন।

শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই উত্তর প্রদান করেছিলেন, "হে প্রিয় গোপীগণ, এখন গৃহে ফিরে যাও, আমাকে দু'একদিন অবস্থাটি বিবেচনা করতে দাও, তারপর তোমাদের মন আমি তোমাদের ফিরিয়ে দেব।" সম্ভাব্য এই যুক্তির উত্তরে গোপীগণ বলেছিলেন, "আমাদের পা দু'খানি এক পা-ও যেতে চাইছে না। তাই দয়া করে আমাদের মন ফিরিয়ে দিন এবং আমাদের গ্রহণ করুন আর তারপর আমরা যাব।"

শ্লোক ৩৫

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোক-কলগীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিম্ ।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৩৫ ॥

সিঞ্চ—সিঞ্চিত করুন; **অঙ্গ**—হে প্রিয় কৃষ্ণ; **নঃ**—আমাদের; **ত্বৎ**—আপনার; **অধর**—অধরের; **অমৃত**—অমৃতের; **পূরকেণ**—বন্যা দ্বারা; **হাস**—হাস্য; **অবলোক**—আপনার অবলোকন; **কলা**—সুমধুর; **গীত**—সঙ্গীত (আপনার বাঁশীর); **জ**—উৎপন্ন করেছে; **হৃৎ-শয়া**—আমাদের হৃদয়ে; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **ন উচেৎ**—যদি না; **বয়ম্**—আমরা; **বিরহ**—বিরহ; **জ**—জাত; **অগ্নি**—অগ্নিতে; **উপযুক্ত**—স্থাপিত; **দেহাঃ**—আমাদের দেহসমূহ; **ধ্যানেন**—ধ্যান দ্বারা; **যাম্**—আমরা গমন করব; **পাদয়োঃ**—চরণ দু'খানির; **পদবীম্**—সমীপে; **সখে**—হে সখে; **তে**—আপনার।

অনুবাদ

হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনার সহাস্য অবলোকন ও বাঁশীর সুমধুর সঙ্গীতে আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, সেখানে আপনার অধরামৃত সিঞ্চন করুন। তা যদি না করেন, হে সখে, আপনার বিরহানলে আমাদের দেহকে ন্যস্ত করে ধ্যান যোগে যোগীর ন্যায় আপনার চরণকমল লাভ করব।

শ্লোক ৩৬

যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া
দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য ।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎ প্রভৃতি নান্যসমক্ষমঞ্জঃ
স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ ॥ ৩৬ ॥

যর্হি—যখন; **অম্বুজ**—পদ্মতুল্য; **অক্ষ**—যাঁর নয়ন; **তব**—আপনার; **পাদ**—পদদ্বয়ের; **তলম্**—তল; **রমায়াঃ**—সৌভাগ্য দেবী, শ্রীলক্ষ্মীদেবীর; **দত্ত**—প্রদান করে; **ক্ষণম্**—উৎসব; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **অরণ্য**—অরণ্যবাসী; **জন**—জনের; **প্রিয়স্য**—প্রিয়; **অস্প্রাক্ষ্ম**—স্পর্শ করছি; **তৎ-প্রভৃতি**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **ন**—না; **অন্য**—অন্য কোন মানুষের; **সমক্ষম**—সমক্ষে; **অঞ্জঃ**—প্রত্যক্ষভাবে; **স্থাতুম্**—অবস্থান করতে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অভিরমিতাঃ**—আনন্দিত হয়ে; **বত**—নিশ্চিতভাবে; **পারয়ামঃ**—আমরা সমর্থ হব।

অনুবাদ

হে কমললোচন, আপনার পদতলের স্পর্শ লক্ষ্মী দেবীর কাছেও উৎসব স্বরূপ। অরণ্যবাসীজন-প্রিয় আপনার ঐ পাদপদ্মদ্বয় আমরাও স্পর্শ করব। যতক্ষণ না আমরা আপনার দ্বারা পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হচ্ছি, ততক্ষণ আমরা অন্য কোন মানুষের সামনে অবস্থান করতেই অক্ষম হয়ে থাকব।

শ্লোক ৩৭

শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্ ।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণ উতান্যসুরপ্রয়াস্
তদ্বদ্বয়ং চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীঃ—লক্ষ্মীদেবী, ভগবান নারায়ণের পত্নী; যৎ—যেমন; পদাম্বুজ—চরণ কমলদ্বয়ের; রজঃ—রেণু; চকমে—আকাঙ্ক্ষা করেন; তুলস্যা—তুলসী দেবীর সঙ্গে একত্রে; লব্ধা—লাভ করার; অপি—ও; বক্ষসি—তাঁর বক্ষোপরে; পদম্—তাঁর স্থান; কিল—বস্তুত; ভৃত্য—ভৃত্য; জুষ্টম্—সেবিত; যস্যাঃ—যাঁর (লক্ষ্মীর); স্ব—তাঁদের উপর; বীক্ষণে—কটাক্ষ লাভের জন্য; উত—অপরপক্ষে; অন্য—অন্যান্য; সুর—দেবতাগণের; প্রয়াস—চেষ্টা; তদ্বৎ—সেই রকমভাবে; বয়ম্—আমরা; চ—ও; তব—আপনার; পাদ—পদদ্বয়ের; রজঃ—রেণু; প্রপন্নাঃ—আশ্রয়ের শরণাপন্ন হয়েছি।

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবী, যাঁর কটাক্ষ লাভের জন্য দেবতারাও প্রবল প্রয়াস করেন, যিনি ভগবান নারায়ণের বক্ষবিলাসিনী, সেই তিনিও তুলসীদেবী ও ভগবানের অন্যান্য ভৃত্যগণের সঙ্গে একত্রে সেই পদযুগলের রেণুলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তেমনি আমরাও আপনার চরণ কমলদ্বয়ের রেণুর আশ্রয় গ্রহণের শরণাপন্ন হয়েছি।

তাৎপর্য

গোপীগণ এখানে নির্দিষ্টভাবে বলছেন যে, ভগবানের চরণদ্বয়ের রেণু এতই আনন্দদীপ্ত যে, লক্ষ্মীদেবী ভগবানের বক্ষস্থলের অপূর্ব স্থান পরিত্যাগ করেও অন্যান্য বহু ভক্তের সঙ্গে একত্রে তাঁর চরণদ্বয়ে স্থান প্রার্থনা করেন। তাই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিচারিতা দোষে দুষ্ট না হওয়ার জন্য মিনতি করছেন। যেহেতু ভগবান লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর বক্ষে স্থান দিয়েছেন এবং তাঁকে তাঁর চরণদ্বয়ের রেণু প্রার্থনারও অনুমোদন করেছেন, তাই তাঁর পরম প্রিয় ভক্তগণ, গোপীদেরও কৃষ্ণের সেই একই

সুযোগ প্রদান করা উচিত। গোপীগণ আবেদন করছেন, "শেষ পর্যন্ত আপনার পাদপদ্মদ্বয়ের রেণু প্রার্থনা করা পূর্ণতঃ যুক্তিসঙ্গত এবং আমাদের দূরে প্রেরণের চেষ্টা না করে বরং এই প্রয়াসের জন্য উৎসাহিত করা উচিত।

শ্লোক ৩৮

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ ।
ত্বৎ সুন্দরস্মিত নিরীক্ষণ তীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্ ॥ ৩৮ ॥

তৎ—সুতরাং; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **প্রসীদ**—প্রসন্ন হোন; **বৃজিন**—সকল দুঃখের; **অর্দন**—হরণকারী; **তে**—আপনার; **অঙ্ঘ্রি-মূলম্**—পাদমূলে; **প্রাপ্তাঃ**—আগমন করেছি; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **বসতীঃ**—আমাদের গৃহ; **ত্বৎ-উপাসনা**—আপনার উপাসনার; **আশাঃ**—আশায়; **ত্বৎ**—আপনার; **সুন্দর**—সুন্দর; **স্মিত**—হাস্য; **নিরীক্ষণ**—কটাক্ষপাতে; **তীব্র**—তীব্র; **কাম**—কাম; **তপ্ত**—দগ্ধ; **আত্মনাম্**—যাঁর চিত্ত; **পুরুষ**—সকল পুরুষের; **ভূষণ**—রত্ন; **দেহি**—প্রদান করুন; **দাস্যম্**—দাস্য।

অনুবাদ

অতএব, হে দুঃখহারিণ, যারা গৃহ ও পরিবার পরিত্যাগ করে শুধু আপনার উপাসনার আশায় আপনার পাদমূলে আগমন করেছে, সেই আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। আপনার সুন্দর হাস্যময় কটাক্ষপাতে আমাদের চিত্ত গভীর কামনায় দগ্ধ হচ্ছে। হে পুরুষরত্ন, দয়া করে আমাদের আপনার দাস্য প্রদান করুন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন জন্মগ্রহণ করলেন, গর্গ মুনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের সকল ঐশ্বর্য প্রকাশ করবেন। ভগবান নারায়ণ যেমন তাঁর ভক্তবৃন্দের প্রত্যক্ষ সেবা প্রদান করেন, তেমনি গোপীদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাদের প্রত্যক্ষ সেবা অনুমোদনের দ্বারা সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করার জন্য গোপীরা ভগবানের কাছে আবেদন করছেন। গোপীরা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রার্থনা করছেন যে, তাঁরা কৃষ্ণের কাছ থেকে পরমানন্দ লাভের আশায় তাঁদের পরিবার ও গৃহ পরিত্যাগ করেননি। তাঁরা তাঁদের হৃদয়ের শুদ্ধ-ভক্তির দ্বারা কেবল তাঁর সেবা প্রার্থনা করছেন। গোপীগণ ভাবলেন, 'যদি আপনার আনন্দময় সেবার অনুগমন করে যেভাবেই হোক আপনার মুখমণ্ডল দর্শন করে সুখ অনুভব করি, তাতে ক্ষতি কি?'

পুরুষ-ভূষণ শব্দটির উপর শ্রীল বিশ্বানাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করছেন যে, গোপীগণ "হে পুরুষের রত্ন" বলতে বোঝাতে চেয়েছেন যে, "হে সকল পুরুষের রত্নস্বরূপ, আপনার ঘন নীল অঙ্গ-রত্ন দ্বারা আমাদের স্বর্ণাভ-দেহকে অলঙ্কৃত করুন"।

শ্লোক ৩৯

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্ ।
দত্তাভয়ং চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণং চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৩৯ ॥

বীক্ষ্য—দর্শন করে; **অলক**—কেশের দ্বারা; **আবৃত**—আবৃত; **মুখম্**—মুখমণ্ডল; **তব**—আপনার; **কুণ্ডল**—কর্ণ-কুণ্ডলের; **শ্রী**—সৌন্দর্য; **গণ্ড-স্থল**—গণ্ডস্থল; **অধর**—অধর; **সুধম্**—সুধা; **হসিত**—ঈষৎ হাস্যযুক্ত; **অবলোকম্**—দৃষ্টি; **দত্ত**—প্রদান করে; **অভয়ম্**—অভয়; **চ**—এবং; **ভুজ-দণ্ড**—আপনার শক্তিশালী বাহু; **যুগম্**—দ্বয়; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **বক্ষঃ**—আপনার বক্ষস্থল; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবীর; **এক**—একমাত্র; **রমণম্**—আনন্দের উৎস; **চ**—এবং; **ভবাম্**—আমরা হয়েছি; **দাস্যঃ**—আপনার দাসী।

অনুবাদ

আপনার অলঙ্কৃত মুখমণ্ডল, আপনার কর্ণকুণ্ডলের সৌন্দর্য-মণ্ডিত গণ্ডস্থল, আপনার অধরের সুধা, ঈষৎ হাস্যযুক্ত অবলোকন, অভয়প্রদানকারী বাহুযুগল এবং লক্ষ্মীদেবীর আনন্দের একমাত্র উৎস স্বরূপ আপনার বক্ষস্থল দর্শন করে আমরা আপনার দাসী হয়েছি।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের কথোপকথন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে মনশ্চক্ষে দর্শন করেছেন—

"কৃষ্ণ বললেন, 'তোমরা আমার দাসী হতে চাও; তা হলে তোমাদের ক্রয় করার জন্য আমাকে কত মূল্য দিতে হবে, অথবা তোমরা বিনামূল্যেই তোমাদের প্রদান করছ?'

"গোপীগণ উত্তর প্রদান করলেন, 'আমাদের বয়ঃসন্ধিকাল হতেই যথেষ্টেরও কোটি কোটি গুণ অধিক মূল্যে তুমি আমাদের ক্রয় করেছ। সেই মূল্য হচ্ছে পরম সম্পদ সৃষ্টিকারী তোমার রত্নসদৃশ হাস্যময় দৃষ্টিপাত, যা আমরা আগে কখনও কোথাও শ্রবণ বা দর্শন করিনি।'

" 'তুমি যখন তোমার মস্তকে সোনালী উষ্ণীষ পরিধান করবে, তোমার দাসী তখন তার তত্ত্বাবধায়করূপে ভাঁজে ভাঁজে উষ্ণীষটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সঠিক অবস্থানে পরিধান করাবে। এমন কি তুমি যখন তার প্রতি আঙুল তুলে ভর্ৎসনা করে তাকে সাবধান করার চেষ্টা করবে, সে তার হাত উষ্ণীষের আড়ালে রেখে তোমার মুখমণ্ডল দর্শন করার সুযোগ গ্রহণ করবে। এইভাবে আমরা, তোমার দাসীরা, তোমার নয়নের অফুরান মাধুর্য আস্বাদন করব।'

"কৃষ্ণ বললেন, 'তোমাদের স্বামীগণ আমাদের এই আচরণ সহ্য করবে না। তারা তীব্রভাবে রাজা কংসের কাছে নালিশ করবে আর এইভাবে আমার এবং সেই সঙ্গে তোমাদের জন্যও এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হবে।'

"গোপীগণ বললেন, 'কিন্তু কৃষ্ণ, তোমার ঐ বলশালী বাহু দুটি আমাদের ভয়শূন্য করেছে, তারা যেমন গোবর্ধন-পর্বত উত্তোলন করে মহেন্দ্রর অহঙ্কার হতে আমাদের রক্ষা করেছিল, তেমনই ঐ বাহু দু'খানি নিশ্চিতভাবে নরাধম কংসকে হত্যা করবে।'

"কিন্তু একজন ধার্মিক ব্যক্তি হয়ে আমি কখনই অন্যের পত্নীদের আমার দাসীতে পরিণত করতে পারি না।'

" 'ওহে ধার্মিক-চূড়ামণি, তুমি হয়ত গোপ-পত্নীগণকে তোমার দাসী করতে না চেয়ে প্রত্যাখ্যানের কথা বলতে পারো, কিন্তু তুমি তো ইতিমধ্যে বৈকুণ্ঠ থেকে বলপূর্বক নারায়ণের পত্নী লক্ষ্মীদেবীকে তোমার বক্ষে ধারণ করে চতুর্দিকে বহন করছ। লজ্জায় সে তোমার বক্ষে একটি স্বর্ণরেখার আকার ধারণ করেছে এবং সে তার একমাত্র আনন্দ সেখানেই গ্রহণ করে।'

"এ ছাড়াও, সকল চতুর্দশ ভুবনে এবং এমন কি আরও উর্দ্ধলোকে, এই ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, বৈকুণ্ঠলোকে তুমি কখনই কোন সুন্দরী নারীকে, সে যেই হোক বা যারই হোক না কেন, কখনও প্রত্যাখ্যান কর না। সেটা আমরা খুব ভাল করেই জানি।' "

শ্লোক ৪০

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণু গীত-
সম্মোহিতার্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্ ।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদং চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৪০ ॥

কা—কোন; **স্ত্রী**—রমণী; **অঙ্গ**—হে প্রিয় কৃষ্ণ; **তে**—আপনার; **কল**—মধুর ধ্বনি; **পদ**—পদ; **আয়ত**—নির্গত; **বেণু**—বাঁশরীর; **গীত**—সঙ্গীত দ্বারা; **সম্মোহিতা**—সম্মোহিত হয়ে; **আর্য**—সভ্য মানুষের; **চরিতাৎ**—প্রকৃত আচরণ হতে; **ন চলেৎ**—বিচলিত হয় না; **ত্রি-লোক্যাম্**—ত্রি জগতে; **ত্রৈ-লোক্য**—ত্রিভুবনের; **সৌভগম্**—সৌভাগ্য স্বরূপ; **ইদম্**—এই; **চ**—এবং; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **রূপম্**—ব্যক্তিগত সৌন্দর্য; **যৎ**—যার জন্য; **গো**—গাভী সকল; **দ্বিজ**—পক্ষীসকল; **দ্রুম**—বৃক্ষ সকল; **মৃগাঃ**—এবং হরিণেরা; **পুলকানি**—পুলক; **অবিভ্রন্**—ধারণ করেছেন।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ, আপনার মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে সম্মোহিত হয়ে ত্রিজগতের কোন্ নারী না তার ধর্মীয় আচরণ হতে বিচলিত হয়েছে? আপনার সৌন্দর্য সমগ্র ত্রিভুবনকে পবিত্র করে। এমন কি, আপনার রূপ দর্শন করে গাভীরা, পক্ষীরা, বৃক্ষগুলি ও মৃগদলও পুলকিত হয়।

শ্লোক ৪১

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্তিহরোঽভিজাতো
দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা ।
তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্তবন্ধো
তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্ ॥ ৪১ ॥

ব্যক্তম্—নিশ্চিতরূপে; **ভবান্**—আপনি; **ব্রজ**—ব্রজবাসীর; **ভয়**—ভয়; **আর্তি**—ও দুঃখ; **হরঃ**—হরণকারীরূপে; **অভিজাতঃ**—আবির্ভূত হয়েছেন; **দেবঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **যথা**—যেমন; **আদি-পুরুষঃ**—আদি পুরুষ; **সুরলোক**—দেবলোক; **গোপ্তা**—রক্ষক; **তৎ**—অতএব; **নঃ**—আমাদের; **নিধেহি**—স্থাপন করুন; **কর**—আপনার হাত; **পঙ্কজম্**—পদ্মসদৃশ; **আর্ত**—পীড়িত; **বন্ধো**—হে বন্ধু; **তপ্ত**—উত্তপ্ত; **স্তনেষু**—স্তনে; **চ**—এবং; **শিরঃসু**—শিরে; **চ**—ও; **কিঙ্করীণাম্**—আপনার দাসীগণের।

অনুবাদ

আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান যেমন দেবলোক রক্ষা করেন, তেমনি ব্রজবাসীগণের ভয় ও দুঃখ নিবারণের জন্য আপনিও আবির্ভূত হয়েছেন। অতএব হে আর্তবন্ধু, দয়া করে আপনার এই দাসীগণের উত্তপ্ত স্তনে ও শিরে আপনার কর-পদ্ম স্থাপন করুন।

শ্লোক ৪২

শ্রীশুক উবাচ

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥ ৪২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এই সকল কথা; **বিক্লবিতম্**—বিলাপিত ভাবের; **তাসাম্**—তাঁদের; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **যোগ-ঈশ্বর-ঈশ্বরঃ**—মহাযোগিগণেরও অধীশ্বর; **প্রহাস্য**—হাস্য করতে করতে; **স-দয়ম্**—সদয়ভাবে; **গোপীঃ**—গোপীগণের; **আত্ম-আরামঃ**—স্বয়ং নিত্য-তৃপ্ত; **অপি**—হয়েও; **অরীরমৎ**—তাঁদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—গোপীদের এই সকল বিলাসবাক্য শ্রবণ করে মহাযোগীগণেরও অধীশ্বর ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং নিত্য-তৃপ্ত হয়েও সহাস্যে গোপীগণের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করলেন।

শ্লোক ৪৩

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ
প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতির্
ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ ॥ ৪৩ ॥

তাভিঃ—গোপীগণের দ্বারা; **সমেতাভিঃ**—সম্মিলিত; **উদার**—উদার; **চেষ্টিতঃ**—চেষ্টাশীল; **প্রিয়**—প্রিয়; **ঈক্ষণ**—দর্শনে; **উৎফুল্ল**—উৎফুল্লিত; **মুখীভিঃ**—মুখী; **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত; **উদার**—উদার; **হাস**—হাস্যে; **দ্বিজ**—তাঁর দন্ত; **কুন্দ**—কুন্দ ফুলের মতো; **দীধ-তিঃ**—কান্তি; **ব্যরোচত**—সুশোভিত; **এণ-অঙ্কঃ**—চন্দ্রের; **ইব**—মতো; **উরুভিঃ**—নক্ষত্রের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত।

অনুবাদ

সেই সময়ে উদার ক্রিয়াকলাপে এবং উদারহাস্যে কুন্দ-কুসুমবৎ দন্তের কান্তি শোভিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দৃষ্টিপাতে উৎফুল্লমুখী, সম্মিলিত সেই গোপীগণের মাঝে নক্ষত্র পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের *অচ্যুত* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, ভগবান কৃষ্ণ সেই নৈশ-সমাবেশের প্রত্যেক গোপীর কাউকেই আনন্দ প্রদানে বিচ্যুত হননি।

শ্লোক ৪৪

উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযুথপঃ ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন বনম্ ॥ ৪৪ ॥

উপগীয়মানঃ—গীত হচ্ছিলেন; **উদ্গায়ন্**—স্বয়ং উচ্চৈঃস্বরে গান করছিলেন; **বনিতা**—নারীগণের; **শত**—শত; **যূথপঃ**—অধিপতি; **মালাম্**—মালা; **বিভ্রৎ**—পরিধান করে; **বৈজয়ন্তীম্**—বৈজয়ন্তী নামক (পাঁচ রকম বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন ফুলের মালা); **ব্যচরন্**—বিচরণ করতে লাগলেন; **মণ্ডয়ন্**—শোভিত করে; **বনম্**—বন।

অনুবাদ

গোপীগণ তাঁর স্তুতিগান করলে, সেই শতরমণীযূথপতি তদুত্তরে উচ্চৈঃস্বরে গান করলেন। তিনি তাঁর বৈজয়ন্তীমালা পরিধান করে, বৃন্দাবন অরণ্যকে শোভিত করে তাঁদের মধ্যে বিচরণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, ভগবান কৃষ্ণ বহু অপূর্ব রাগ ও স্বরমাধুর্যে গান গেয়েছিলেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে গোপীরা তাঁর সঙ্গে গান করেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে কৃষ্ণের গানের বিষয়ে *শ্রীবিষ্ণু পুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে—

কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম্ ।
জগৌ গোপীজনস্ ত্ব একং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ ॥

"কৃষ্ণ শরৎকালীন চন্দ্র, জ্যোৎস্না ও কুমুদপূর্ণ নদীর মহিমা গান করছিলেন আর গোপীগণ কেবলমাত্র বারম্বার তাঁর নাম গান করছিলেন।"

শ্লোক ৪৫-৪৬

নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্ ।
জুষ্টং তত্তরলানন্দি কুমুদামোদবায়ুনা ॥ ৪৫ ॥
বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরু-
নীবীস্নালভননর্মনখাগ্রপাতৈঃ ।
স্ফেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণাম্
উত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াং চকার ॥ ৪৬ ॥

নদ্যাঃ—নদীর; **পুলিনম্**—তীর; **আবিশ্য**—প্রবেশ করে; **গোপীভিঃ**—গোপীদের সঙ্গে একত্রে; **হিম**—শীতল; **বালুকম্**—বালুকা দ্বারা; **জুষ্টম্**—সেবিত; **তৎ**—তার;

তরল—পবন দ্বারা; **আনন্দি**—আনন্দপ্রদ; **কুমুদ**—পদ্মের; **আমোদ**—সুগন্ধ বাহিত; **বায়ুনা**—বায়ু দ্বারা; **বাহু-প্রসার**—তাঁর বাহু প্রসারিত করে; **পরিরম্ভ**—আলিঙ্গন; **কর**—তাঁদের হস্ত; **অলক**—কেশ; **ঊরু**—ঊরু; **নীবী**—কোমরবন্ধনী; **স্তন**—স্তন; **আলভন**—স্পর্শ দ্বারা; **নর্ম**—ক্রীড়ায়; **নখ**—নখের; **অগ্র-পাতৈঃ**—অঘাতে; **ক্ষ্বেল্যা**—ক্রীড়াসুলভ কথোপকথন; **অবলোক**—দৃষ্টিপাত; **হাসিতৈঃ**—হাস্য; **ব্রজ-সুন্দরীনাম্**—ব্রজের সুন্দরী গোপীগণের; **উত্তম্ভয়ন্**—উদ্দীপ্ত করেছিলেন; **রতি-পতিম্**—কাম; **রময়াম্-চকার**—তিনি আনন্দ গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে শীতল বালুকাময় ও নদীর তরঙ্গে উৎফুল্লিত কুমুদের সুগন্ধবাহী বায়ুতে পূর্ণ যমুনার তীরে গমন করলেন। সেখানে কৃষ্ণ গোপীদের দিকে বাহু প্রসারিত করে তাঁদের আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের হাত, কেশ, ঊরু, নীবী, স্তন স্পর্শের দ্বারা ক্রীড়াচ্ছলে তাঁর নখাগ্র দ্বারা আঁচড় কেটে এবং তাঁদের সঙ্গে কৌতুক, দৃষ্টিপাত ও হাস্যের মাধ্যমে ব্রজের সুন্দরী গোপীগণের কামভাব উদ্দীপিত করে ভগবান তাঁর লীলা উপভোগ করলেন।

শ্লোক ৪৭

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যো হ্যধিকং ভুবি ॥ ৪৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **ভগবতঃ**—ভগবান; **কৃষ্ণাৎ**—শ্রীকৃষ্ণ হতে; **লব্ধ**—প্রাপ্ত; **মানাঃ**—বিশেষ সম্মান; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা; **আত্মানম্**—নিজেদের; **মেনিরে**—তাঁরা বিবেচনা করলেন; **স্ত্রীনাম্**—সকল স্ত্রীগণের মধ্যে; **মানিন্যঃ**—অভিমানিনী হলেন; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **অধিকম্**—শ্রেষ্ঠ; **ভুবি**—পৃথিবীতে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ মনোযোগ লাভ করে গোপীরা প্রত্যেকেই নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী মনে করে গর্বিত হলেন।

তাৎপর্য

গোপীরা গর্বিত হয়েছিলেন কারণ তাঁরা পরম পুরুষোত্তমকে তাঁদের প্রেমিকরূপে পেয়েছিলেন। তাই একদিক দিয়ে তাঁরা কৃষ্ণের জন্যও গর্বিত ছিলেন। কৃষ্ণের লীলাশক্তি দ্বারা সৃষ্ট বিরহের ছলনার মাধ্যমে কৃষ্ণের প্রতি তাঁদের প্রেম তীব্রতর করার জন্যও গোপীগণ গর্বিত ছিলেন। এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভরত মুনির *নাট্য-শাস্ত্র* থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করছেন—*ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ*

পুষ্টিমশ্নুতে কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভুয়ান্ রাগোঽভিবর্ধতে অর্থাৎ "বিরহভাবের অভিজ্ঞতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের সম্পূর্ণ আস্বাদন উপভোগ হয় না।"

শ্লোক ৪৮

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানং চ কেশবঃ ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪৮ ॥

তাসাম্—তাঁদের; **তৎ**—সেই; **সৌভগ**—সৌভাগ্যজনিত; **মদম্**—মত্ত অবস্থা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **মানম্**—গর্ব; **চ**—এবং; **কেশবঃ**—ভগবান কৃষ্ণ; **প্রশমায়**—তা প্রশমনের জন্য; **প্রসাদায়**—তাঁদের প্রতি কৃপা প্রদর্শনের জন্য; **তত্র এব**—তৎক্ষণাৎ; **অন্তরধীয়ত**—অন্তর্হিত হলেন।

অনুবাদ

ভগবান কেশব গোপীগণের সৌভাগ্যজনিত অত্যন্ত গর্বভাব দর্শন করে, তাঁদের সেই গর্ব প্রশমনের জন্য, তাঁদের প্রতি আরও কৃপাবশত তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলেন।

তাৎপর্য

প্রসাদায় কথাটি এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান কৃষ্ণ যে গোপীদের অবহেলা করছিলেন তা নয়, বরং আরেকটি অপরূপ আয়োজনের মাধ্যমে তাঁদের প্রেম-শক্তি বর্ধিত করবেন। শেষ পর্যন্ত গোপীগণ মূলত কৃষ্ণের জন্যই গর্বিত ছিলেন। কৃষ্ণ এই সমস্ত কিছুর আয়োজন করেছিলেন, তার কারণ—আমরা যাতে রাজা বৃষভানুর সুন্দরী কন্যার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন দেখতে পারি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'রাস নৃত্যের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের মিলন' নামক ঊনত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।